বৃত্র সংহার

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

[প্রথম অভিনয়—বৃহস্পতিবার, ১০ই জুলাই, ১৯৪১

৺ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারিগণ

সত্বাধিকারী	—	শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি-কম্
পরিচালক	—	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্-এ
সুরশিল্পী	—	সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে ও প্রবোধ দে
মঞ্চশিল্পী	—	শ্রীপরেশ বসু (পটলবাবু)
* নৃত্যশিল্পী	—	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	—	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
আলোক সম্পাতকারী	—	শ্রীমন্মথ ঘোষ
রূপসজ্জাকর	—	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
এম্প্লিফায়ার বাদক	—	শ্রীদুলাল মল্লিক
যন্ত্রসঙ্ঘ	—	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
		শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
		শ্রীললিতমোহন বসাক
		শ্রীমথুরামোহন শেঠ
		শ্রীবনবিহারী পান

* প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে মায়াকন্যাদের নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন—শ্রীরতন সেনগুপ্ত।

শিল্পী সঙ্ঘ

বিষ্ণু	—	উমাপদ বসু
ব্রহ্মা	—	পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জি
শিব	—	আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
ইন্দ্র	—	বঙ্কিম দত্ত

জয়ন্ত	—	মঙ্গল চক্রবর্ত্তী
ত্বষ্টা	—	ভূপেন চক্রবর্ত্তী
দধীচি	—	সনৎ মুখার্জ্জি
বর্জ্জন	—	রবি রায় চৌধুরী
নারদ	—	গোষ্ঠ ঘোষাল
ঊর্ম্মিল ও বিশ্বকর্ম্মা	—	গোপাল ভট্টাচার্য্য
স্কন্দ	—	বিমল ঘোষ
বৃত্রাসুর	—	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
রুদ্রপীড়	—	সিধু গাঙ্গুলী
কুণ্ডল	—	রঞ্জিৎ রায়
অলক্তক	—	নলিন বাগ
কুঁজো	—	মণি চ্যাটার্জ্জি
নুলো	—	বাণী কুমার
ব্রাহ্মণদ্বয়	—	অমূল্য মুখোঃ ও বিজয় মিত্র

অন্যান্য ভূমিকায়

নরেনবাবু, অনিলবাবু, কৃষ্ণদাসবাবু, ব্রজেনবাবু,
ভোলানাথবাবু, গোপালবাবু প্রভৃতি।

শচী	—	মিস্ লাইট্
ঐন্দ্রিলা	—	উষা দেবী
লক্ষ্মী	—	লক্ষ্মী
ইন্দুমতী	—	সরসীবালা
কদলী	—	রাজলক্ষ্মী
মদনিকা	—	দুর্গারাণী
দেবসেনা	—	লীলাবতী

অন্যান্য ভূমিকায়

লীলাবতী, বীণা, রবি, রাণী, শেফালি, ইরা, হাসি, আশা, পুষ্প, মৃণালিনী, শান্তি, পারুল, কমলা, রমলা, সন্ধ্যা প্রভৃতি।

—চরিত্র পরিচয়—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নারদ, বিশ্বকর্ম্মা, ইন্দ্র, জয়ন্ত।

ত্বষ্টা	—	দেবর্ষি
বৃত্রাসুর	—	দৈত্য, ত্বষ্টার পুত্র
রুদ্রপীড়	—	বৃত্রের পুত্র
ক্রমিল	—	দৈত্যরাজ
কন্দ	—	ঐ পুত্র
দধীচি	—	মহর্ষি

বৰ্জ্জন	—	মহর্ষি-শিষ্য
কুন্তল	—	গন্ধর্ব্ব
অলক্তক	—	ঐ সখা

দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, দৈত্যগণ প্রভৃতি।

লক্ষ্মী, শচী

ঐন্দ্রিলা	—	বৃত্রের পত্নী (ছদ্মবেশী মায়া)
ইন্দুমতী	—	ঐ পুত্রবধূ
কদলী	—	কুন্তলের স্ত্রী
মদনিকা	—	ঐ সখী

দেবীগণ, দৈত্যকন্যাগণ, মায়াকন্যাগণ প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মানস-সরোবর

গীতকণ্ঠে সিদ্ধ সিদ্ধাঙ্গনাগণ দণ্ডায়মান

গান

বেদা ধারায় বেত্তায় জ্ঞানগম্যায় সুরয়ে নমঃ
পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্ম ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ
অক্ষমালা স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্
বেদা ধারায় বেত্তায় জ্ঞানগম্যায় সুরয়ে নমঃ।

[গীতান্তে প্রস্থান

(গীতের মধ্যভাগে হংসবাহনে ব্রহ্মার আবির্ভাব)

(গীতান্তে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। লোক পিতামহ ব্রহ্মা—লহ নমস্কার।

ব্রহ্মা। কে! দেবেন্দ্র বাসব!
সিদ্ধ সিদ্ধাঙ্গনাস্তবে তুমিই তা'হলে মোরে করেছ স্মরণ!
আনন্দিত ব্রহ্মা আজি তব সম্মিলনে!
কহ ইন্দ্র, কহ ত্বরা স্বর্গের বারতা!
বৃহস্পতি ফিরেছেন তথা?
অভিমান গিয়াছে ত তাঁর?

ইন্দ্র। অভিমান! লোক মুখে শুনি
ক্ষমার আধার, ত্রিলোকের মঙ্গল প্রয়াসী,
শান্ত জিতেন্দ্রিয় করে ব্রাহ্মণে গড়েছ পদ্মযোনি!

কই—কি প্রমাণ তার ?
এত অভিমান ব্রাহ্মণে জাগিল কোথা হতে ?

ব্রহ্মা। বৃহস্পতি ফেরে নাই বুঝি ?

ইন্দ্র। না!

ব্রহ্মা। অপরাধ করেছ বিষম !

ইন্দ্র। করেছি ব্রহ্মণ !
স্বর্গ সিংহাসনে বসে
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব মুখে
সানন্দে শুনিতেছিনু নিজ স্তুতিবাদ ;
মোহে আত্মহারা হয়ে
করি নাই গাত্রোত্থান গুরু আগমনে
করি নাই অভ্যর্থনা তাঁরে !
ভ্রান্তি কি হয় না ?
মোহভঙ্গে নিজ ত্রুটী বুঝিনু যখনি—
গললগ্নীকৃতবাসে—
ধরিয়াছি বৃহস্পতি ব্রাহ্মণের যুগল চরণে !
তবু গুরু ক্রোধ ভরে ত্যজিল আমায় !

ব্রহ্মা। বাসব—

ইন্দ্র। অপরাধে নাহি কি মার্জ্জনা ?
হে বিধাত ! কোথা তবে ক্ষমা ?
কোথা সেই উচ্চ সৃষ্টি ব্রাহ্মণ তোমার ?

ব্রহ্মা। স্থির হও দেবরাজ !
বৃহস্পতি রহিতে নারিবে—
অবিলম্বে সুনিশ্চিত ফিরিয়া আসিবে !

ইন্দ্র। কবে ? কোথায় আসিবে ?
দেবকুল রসাতলে গেলে ?

ব্রহ্মা। রসাতলে !

ইন্দ্র। দুর্ঘটন শুনেছে অসুরগণ !

অবসর বুঝে—

গুরুহীন শক্তিহীন স্বর্গ আক্রমণে

অগ্রসর দানব মণ্ডল !

। বিষম সমস্যা দেখি।

ইন্দ্র। কে করিবে রক্ষা প্রভু এ বিপত্তিকালে !

গুরু হীন হয়ে কার মন্ত্র আশীষের বলে

রণাঙ্গণে লভিব বিজয় !

বেদমুখ, নিরুত্তর রহিও না তুমি !

অসুর কবল হ'তে—

স্বর্গলোক রক্ষিবারে প্রদান বিধান !

ব্রহ্মা। স্বর্গরক্ষা ! (চিন্তা করিয়া) যাও ইন্দ্র,

ত্বষ্টা পুত্র বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের পাশে।

পবিত্র উদার চেতা আদর্শ ব্রাহ্মণ !

নারায়ণ কবচ রহিয়াছে আয়ত্তে তাহার।

সেই মহাশক্তি বলে—

অবহেলে সমর্থ সে অসুর বিজয়ে,

যাও, পৌরহিত্যে বরণ করগে তারে—

আসন্ন সমরে !—

ইন্দ্র। বিশ্বরূপ !

দানব দমনে হেতু বিশ্বরূপে

পৌরহিত্যে করিব বরণ !

ভুলিলে কি ভগবন্, আপনি সে দৌহিত্র দৈত্যের !

ব্রহ্মা। দৈত্যের দৌহিত্র—কিন্তু দেবতার পুত্র !

ত্বষ্টা দেবর্ষির আত্মজ সে।
মাতৃকুল হেতু দেখিতে নারিবে কভু
পিতৃকুল দেবতার মহা অপমান!
কর তারে সাদরে আহ্বান,
পিতৃপক্ষে বিশ্বরূপ
প্রত্যাখ্যান করিবেনা কভু।

ইন্দ্র। (প্রণামান্তর) তোমার আদেশ যদি—
তাই যাবো প্রভু!
ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত
সংশয় দুলিত চিত্তে
চলিয়াছি পুনর্ব্বার আর এক
ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিক্ষায়!
হে স্বয়ম্ভু, কর আশীর্ব্বাদ—
সত্য সত্য এইবার ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই যেন। [ইন্দ্রের প্রস্থান

ব্রহ্মা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক তব!
সৃষ্টিচক্রে নব আবর্ত্তন—
অলৌকিক নব নাট্য হইল সূচনা!
মায়া, মায়া—

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। ভগবন্ স্মরিলে দাসীরে?

ব্রহ্মা। শোনো মায়া, মর ভূমে মূর্ত্তি লয়ে
অবতীর্ণা হ'তে হ'বে তোমা!

মায়া। মরভূমে!

ব্রহ্মা। দেবরাজ বাসবের সাধ
সত্য সত্য ব্রাহ্মণ দেখিবে।

সে কারণ প্রেরণ করেছি তারে—
ত্বষ্টা পুত্র বিশ্বরূপ পাশে !
দেব পিতা—দৈত্যবংশ মাতামহ তার !
যজ্ঞস্থলে অঘটন হইবে ঘটন,
তার ফলে ক্রোধ ক্ষীপ্ত ত্বষ্টা যাবে প্রতিশোধ নিতে—

মায়া। কি প্রভু !

ব্রহ্মা। না ; এবে আর বাক্য ব্যয় নহে,
যাও মায়া, মূর্ত্তিমতী বাসনারূপিনী
স্বেচ্ছাবিহারিণী হয়ে—
মর্ত্ত্যে লভ নব জন্ম—
নাম ধর ঐন্দ্রিলা সুন্দরী !

মায়া। ঐন্দ্রিলা !—
কার্য্য তথা কি হবে আমার !—

ব্রহ্মা। ভেসে যাবে উচ্ছ্বসিত বাসনার স্রোতে—
বাধাহীন অবারিত ভোগ !
যে পুরুষ নির্ব্বিচারে বাঞ্ছা তব পুরাতে পারিবে
শুধু সেইজনে পতিত্বে বরিবে !

মায়া। বাসনা রূপিনী আমি হব কুহকিনী—
শুধু ভোগ—কেবল বিলাস !
এ বড় কঠিন কার্য্য অর্পিতে বিধাতা !
প্রতি পলে বিবেকের বাধা কেমনে লঙ্ঘিব প্রভু !

ব্রহ্মা। মম বরে বিবেক রহিবে সুপ্ত
যতদিন রবে মর্ত্ত্যলোকে—
পূর্ব্বস্মৃতি তিলমাত্র জাগিবে না মনে !
যাও এবে মায়া দেবী, নব জন্ম পথে—
আসে ঐ সঙ্গিনী তোমার। [হংসরথে ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান

(মায়া কন্যাগণের প্রবেশ ও গীত)

মায়াকন্যাদের গীত

লালে লাল—আজ লালে লাল
মায়ারাণী ওঠো, মায়া তরণীতে
সাবধানে ধর হাল !
আজ লাল গিরি ডুবু ডুবু লোহিত সাগর নীরে
লাল ধ্বজা উড়ে অই লালজীর মন্দিরে,
আজ ডুবু ডুবু করে লাল ডালিম লালিম রসে
লালায়িত লালসার গাল গোলাল।

[গীতান্তে মায়াকে লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গন

ভ্রূকুটী কুটীল বদনে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে কৃপাণ করে দ্রুমিল যাইতেছিল ; কন্দ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ।

কন্দ। কোথা যাও···কোথা যাও পিতা ?

দ্রুমিল। কন্যা গৃহে···দৌহিত্রে দেখিতে ;

কন্দ। দৌহিত্রে দেখিতে ! অসি হস্তে !

দ্রুমিল। রক্ত দেখে লইব মিলায়ে
সত্য সে আমারই দৌহিত্র কিনা !

কন্দ। মাতামহ তুমি তার স্নেহের আধার।
ছি ছি—একি পিতা, সঙ্কল্প তোমার ?
কি এমন অপকর্ম্ম—
করেছে সে বিশ্বরূপ !

ক্রুমিল। চুপ্—
ভাল কীৰ্ত্তি রেখেছে পামর !
বিপক্ষের পৌরহিত্য লয়ে
মাতামহ কুলে করে নির্য্যাতন ;
ভাবিয়াছ, ক্ষমা আমি করিব তাহারে ?
কন্দ। শান্ত হও দৈত্যপতি,
বার্ত্তাসহ বিশ্বরূপ প্রেরিয়াছে মাতারে তাহার।
ক্রুমিল। দূর করে দাও—দূর করে দাও তারে !
কন্দ। কি কহিছ পিতা !
বহুভাগ্যে এসেছে আলয়ে
আদরের ভগিনী আমার ;
একমাত্র কন্যা তব !
ক্রুমিল। নহে সে আমার কন্যা,
মাতৃকুল দ্রোহা হীনমতি বিশ্বরূপ মাতা ;
কন্দ। পিতা—পিতা—
ক্রুমিল। কন্দ ! কিবা প্রয়োজনে—
আসে হেথা বিশ্বরূপ মাতা
জেনেছ কি সমাচার তার ?
কন্দ। পাঠায়েছে বিশ্বরূপ তারে !
মার্জ্জনা প্রার্থনা করে,
নিবেদন করেছে সে মাতামহ পদে।
সম্পদে বিপদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও
পিতৃপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য সকলেই ;
তা বলে শত্রু সে নহে মাতুল বংশের।
বর্ত্তমানে দেবহিত তরে

স্বর্গে এক যজ্ঞ হবে—
সেই যজ্ঞে পুরোহিত হবে বিশ্বরূপ,
যজ্ঞস্থলে প্রকাশ্যে আহুতি দিবে দেবতার নামে,
কিন্তু তবু মাতৃমুখে প্রেরিল বারতা
গোপনে অসুরগণে—
মৃত্যুঞ্জয়ী সোমরস করাইবে পান !

ক্রমিল। গোপনে ! চোরের মত !
ভিক্ষুকের ন্যায় নিতে হবে করুণার দান !

কন্দ। ছলে বলে অথবা কৌশলে,
যেভাবে হউক পিতা—
সোমপান করি মোরা হব মৃত্যুঞ্জয়ী !
অনুমতি দাও যে যেখানে আছে
জানাই অসুরগণে এ শুভ বারতা।

ক্রমিল। কন্দ !

কন্দ। পিতা !

ক্রমিল। আমি কি দুহিতা দান
করেছিনু দেবকুলে
এইভাবে ধন্য হব বলে ?

কন্দ। কেন দিয়েছিলে তবে—
দানবের চিরশত্রু
দেবকুলে আপন নন্দিনী ! বড় ভুল—
বড় ভুল করেছ জনক !

ক্রমিল। কন্দ—কন্দ—

কন্দ। যা হবার হয়ে গেছে—কর সোমপান ;
এইভাবে হও পুনঃ বীর্য্যদীপ্ত মহা বলবান্ !

শোনো ঐ—ঐ যে অনুচ্চস্বরে
বিশ্বরূপ করে মন্ত্রপাঠ
আগচ্ছ—আগচ্ছ বলে ;
চল চল পিতা, অন্তরীক্ষে রহি মোরা
করি সোম পান। [কুমিলকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখ

ব্রাহ্মণমণ্ডলী দণ্ডায়মান, মহর্ষি দধীচি ভৃঙ্গার হস্তে তাঁহাদের পদ প্রক্ষালনে উদ্যত ; পার্শ্বে বর্জ্জন।

১ম ব্রা। (বাধা দিয়া)
কি করেন—কি করেন মহাঋষি !
দধীচি। পদ প্রক্ষালন করেদি আপনাদের !
১ম ব্রা। আমাদের পদ প্রক্ষালন
করিবেন মহর্ষি দধীচি ?
দধীচি। করিবেন—চরিতার্থ হ'য়ে ;
ব্রাহ্মণ যে আপনারা !
১ম ব্রা। আপনি যে ব্রাহ্মণের শিরোমণি !
দধীচি। ব্রাহ্মণের পদ রজ নহি আমি !
ব্রাহ্মণ বিশেষণ যে অবস্থার—
অদ্যাপিও ছায়া স্পর্শ
করিতে পারিনি তার !
আকাঙ্ক্ষা আমার তাই
ব্রাহ্মণের সেবা করে
যদি পাই ব্রাহ্মণত্ব কি বস্তু দেখিতে !

করিবেন ক্ষমা—
দিবেন না বাধা মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ !

সকলে। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ।
আপনিত যথার্থ ব্রাহ্মণ।
চলুন কুটীরে তবে —

দধীচি। আসুন ব্রাহ্মণ—
সেবার আসন উদক আদি সকলি প্রস্তুত তথা,
আগমনে অনুমতি হয় !

সকলে। চলুন—চলুন—

দধীচি। বজ্জন।
উপস্থিত অন্যকার্য্য নাই তব ,
অগ্রসর হও বন পথে—
ডাক সাদর আহ্বানে
যে যেথানে আছে
অনাথ অস্পৃশ্য, আর্ত্ত অভিশপ্ত জীব—
জানাও সবারে—
ব্রাহ্মণ ভোজন হবে দীনের কুটীরে ,
ব্রাহ্মণের পরম প্রসাদ
সকলেই পাবে আজ
দরিদ্র এ দধীচি আশ্রমে ।

বজ্জন। যথাআজ্ঞা ভগবন্ !

[প্রস্থান

দধীচি। আসুন—আসুন

[ব্রাহ্মণগণ সহ প্রস্থান

[সকলে প্রস্থানের পর সূর্য্যাস্ত হইল, অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যে আশ্রম-
বাসীর গীতধ্বনি "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চঃ"
ইত্যাদি। একটু পরে বিশ্বরূপ ছুটিয়া আসিল]।

বিশ্বরূপ। রক্ষা কর...রক্ষা কর কে আছ কোথায়!

[অন্তরালে গমন

(পশ্চাতে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ইন্দ্র হস্তে কে রক্ষিবে তোরে!
নারকী! চণ্ডালাধম!
ব্রাহ্মণ আচার এই!

(অন্তরালে অনুসরণ ও কেশমুষ্টি ধরিয়া খড়্গাঘাত ;
মুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। কি করিলে? কি করিলে পিতা!

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ দেখিনু পুত্র, ব্রাহ্মণ দেখিনু।
প্রকাশ্যে আহুতি দেয় দেবতার নামে,
গোপনে অসুরগণে—
করায় ভোজন দেবভোগ্য সোমরস!

জয়ন্ত। হায় পিতা, ব্রহ্মহত্যা শেষে!

ইন্দ্র। ব্রহ্মহত্যা!
ব্রাহ্মণ বলিব এরে?
এই যদি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হয়,
এক ব্রহ্মহত্যা ছার—
অনন্তকালের তরে লভিব নরক
তবু আমি ব্রাহ্মণ বলিতে হেথা
রাখিব না একটী প্রাণীরে!

জয়ন্ত। পিতা, ফেলে দাও—
ফেলে দাও ছিন্ন মুণ্ড ত্বরা!

ইন্দ্র। ফেলিব, পাপাত্মার পাপমুণ্ড
কোথায় ফেলিব একটু ভাবিতে দাও!
কোথা ফেলি'
কোথা স্থান সৃষ্টি ছাড়া এ মহাপাপের!

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা। জনকের বক্ষে ফেলে দাও —
দাও ফেলে উৎপত্তি যথায়!
দাও দাও— [ছিন্নমুণ্ড ছিনাইয়া লইলেন

ইন্দ্র। ত্বষ্টা! হাঃ হাঃ হাঃ—

ত্বষ্টা। পুত্র! পুত্র! বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ হ'ল?
অক্লান্ত শরীরে—একান্ত চিন্তায়
সারা জন্ম ধরে—
নারায়ণ কবচ আয়ত্ত করি
পৌরহিত্য লয়ে দেবতার—
এই মৃত্যু লভিলিরে তুই!
বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!

জয়ন্ত। (ব্যাকুলভাবে) ঋষিবর! দীর্ঘশ্বাস ফেলিও না তুমি;
অকালে প্রলয় হবে।
হে দেবর্ষি, দেবকুলহিতে
অন্তরের ঝঞ্ঝাবাত মিলাও অন্তরে।
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি মহাভাগ!

ত্বষ্টা। ছুঁয়োনা! ছুঁয়োনা মোরে!

শিরশ্ছেদ করে পাপ মুণ্ড যার
কোথায় ফেলিব ভেবে
চিন্তান্বিত জনক তোমার
সেই মহাপাপ বিশ্বরূপ জন্মদাতা আমি !
নহি ঋষি…নহিক দেবর্ষি…
অতি হীন অস্পর্শীয়
ছুঁয়োনা আমারে !

জয়ন্ত। ঋষিবর ! উদ্‌ভ্রান্ত জনক মোর,
ক্ষমা কর তাঁরে।

ত্বষ্টা। ক্ষমা ! একমাত্র পুত্রে বধি—
ক্ষমা চাহিতেছ ! হাঃ হাঃ হাঃ—

ইন্দ্র। চলে এসো কুমার জয়ন্ত,—
কর্ত্তব্য করেছি আমি,
কেন চাব ক্ষমা !

ত্বষ্টা। (সবিস্ময়ে) কর্ত্তব্য করেছ তুমি !

ইন্দ্র। হাঁ দেবর্ষি ! কর্ত্তব্য করেছি।

ত্বষ্টা। পুনঃ কহ কর্ত্তব্য করেছ ?
তা হলে শুধাই ইন্দ্র—
কি এমন অকর্ত্তব্য
করেছিল আত্মজ আমার,
যার জন্য ব্রহ্ম হত্যা
অবশ্য কর্ত্তব্য হ'ল তব ?

ইন্দ্র। অকর্ত্তব্যের নাহিক অবধি,
দেবতার ভোগ চুরি করি
বিশ্বরূপ দিয়েছে দানবে।

ত্বষ্টা। (সবিস্ময়ে) এই অপরাধ!

ইন্দ্র। দেবর্ষি! বিস্মিত আমি
তোমার বিস্ময় মাখা চকিত ভঙ্গিতে!
দেবতার ভোগ চুরি করে
দিয়েছ দৈত্যেরে—
এরে তুমি কহ কিনা এই অপরাধ,
যেন এটা ছেলে খেলা—
কিছু নয় যেন!

ত্বষ্টা। কিছু নয়—কিছু নয়!
হোক যত বড় অপরাধ
ব্রাহ্মণ বধের তুলনায়
কিছু নয়—কিছু নয় তাহা!

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম কি, দেবর্ষি!

ত্বষ্টা। (অবজ্ঞাস্বরে) কেন!
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম দেবতার পরিচর্য্যা···
প্রাতঃ সন্ধ্যা···রাত্রিদিন দেবস্তুতিপাঠ!
ব্রাহ্মণ কেবল দেবতা জাতির
ভোগ রন্ধনের সূপকার;
এতটুকু ব্যতিক্রমে তার
ব্রাহ্মণের কাটিবে মস্তক!
কেমন—এইত?

ইন্দ্র। যাও ঋষি, অনর্থক এ প্রসঙ্গ;
জ্ঞান শূন্য তুমি পুত্র শোকে!

ত্বষ্টা। পুত্র শোকে নহে ইন্দ্র!

তোমার কর্ত্তব্য দেখে

জ্ঞানশূন্য আমি—

ব্রাহ্মণের মুণ্ডিত মস্তকে

দেবতার পাদুকা স্থাপনা দেখে!

দধীচি। (নেপথ্যে) বর্জ্জন! প্রেরণ কর

প্রসাদ ইচ্ছুক থাকে যদি কেউ,

সমাপ্ত ব্রাহ্মণ সেবা!

ত্বষ্টা। (উচ্চকণ্ঠে) বাকি আছে…বাকি আছে ঋষি!

নির্য্যাতিত বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ এক সান্ত্বনা ক্ষুধায়

অতিথি তোমার দ্বারে—

(ছুটিয়া দধীচির প্রবেশ)

দধীচি। কে আপনি পূজ্যপাদ?

একি দেবর্ষি ত্বষ্টা!

নমস্কার—নমস্কার!

ত্বষ্টা। রহ রহ ঋষি, অশৌচ আমার!

দধীচি। অশৌচ কিসের?

(ত্বষ্টা মুণ্ড দেখাইলেন)

ওকি! হস্তে সদ্যঃ ছিন্ন শির কার?

ত্বষ্টা। আমার পুত্রের, ব্রাহ্মণের!

দধীচি। কি আশ্চর্য্য!

ব্রহ্মহত্যা করিল কে?

ত্বষ্টা। দেবত্ব দর্পিত ইন্দ্র দাঁড়ায়ে সম্মুখে।

দধীচি। দেবরাজ!

ইন্দ্র। হাঁ দধীচি!

ত্বষ্টা। অপরাধ [illegible]

দধীচি। প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্র। শোন ঋষি ; প্রয়োজন নাই কেন ?

দধীচি। বসিনি ত ঈশ্বরের কার্য্য
আমি করিতে বিচার !

ত্বষ্টা। (বিস্ময়ে) ঈশ্বরের কার্য্য !

দধীচি। কার কার্য্য বল ! আমাদের ?
আমরা ত যন্ত্র পুত্তলিকা !
ইন্দ্র কাটিবেন কেন বিশ্বরূপ শির !
সুদর্শন চক্র সে চক্রীর
ঊর্দ্ধ হতে এসেছিল ইন্দ্র হস্তে নেমে !
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব—
সর্ব্বকার্য্যে একমাত্র কর্ত্তা সে ঈশ্বর !

ত্বষ্টা। মহর্ষি দধীচি—

দধীচি। ঈশ্বরের আরো কার্য্যে শোনো—
আমার অন্তরে বসি আদেশিলা বিভু
সম্পাদন করে দিতে তাহা।
ঋষি ত্বষ্টা,
যদিও খণ্ডিত শির পুত্রের তোমার
কিন্তু মরে নাই বিশ্বরূপ !
ব্রহ্মবিদ্যা সার—
নারায়ণ কবচ আয়ত্ত যার—
তার মৃত্যু নাই !
বিস্মৃত হয়েছে মন্ত্র—তাই ওর ও অবস্থা।
আমাকে প্রদান মুণ্ড,
মন্দাকিনী নীরে গিয়ে

আকণ্ঠ নামিয়া জলে
মুণ্ডের শ্রবণে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র স্মরণ করাব তিনবার,
পক্ষীরূপে বিশ্বরূপ নব জন্ম পাবে।
দাও...দাও মুণ্ড আমারে ব্রাহ্মণ,—
ছুটে যাই মন্দাকিনী তীরে! [মুণ্ড লইয়া প্রস্থান

ত্বষ্টা। ব্রাহ্মণ দেখিলে ইন্দ্র?

ইন্দ্র। কিসে!

ত্বষ্টা। বিশ্বরূপে বধিতে পারনি তুমি!

ইন্দ্র। বধিতে পারিনি যদি—
তবু ঘটায়েছি মূর্ত্তির বিকার;
ধরায়েছি পক্ষি-মূর্ত্তি তারে!
উপযুক্ত শাস্তি দিছি
প্রতারক কপট ব্রাহ্মণে!

ত্বষ্টা। এখনও এত অহঙ্কার!
শোনো...শোনো তবে হে বাসব,
প্রতিজ্ঞা আমার।
দেবত্বের দম্ভ তব ধূলিসাৎ করিব নিশ্চয়,
অচিরাৎ দেবত্বের অহঙ্কৃত উচ্চবেদী তব
বিলুণ্ঠিত করিব এ
ব্রাহ্মণের নগ্ন পদতলে!
উপবীত স্পর্শ করি করিনু শপথ
বুঝাব পার্থক্য তোমা
স্পর্দ্ধিত দেবতা আর অবজ্ঞাত দরিদ্র ব্রাহ্মণে।

ইন্দ্র। নমস্কার হে দেবর্ষি,
প্রতীক্ষা করিছি আমি

সত্য সত্য দেখিতে ব্রাহ্মণ,
সে সাধ পূরণ হলে সৌভাগ্য মানিব ! [জয়ন্তসহ প্রস্থান

(কন্দ, ক্রমিল ও দৈত্যগণের প্রবেশ)

ক্রমিল। ঐ ঐ ইন্দ্র করে পলায়ন !
বাধা দাও—বাধা দাও দৈত্য সেনাগণ—

ত্বষ্টা। দাঁড়াও !

ক্রমিল। কে ! ত্বষ্টা ! সরে যাও...
লয়ে আসি বিশ্বরূপ বধ প্রতিশোধ।

ত্বষ্টা। না ! গৃহে যাও দানব প্রধান,
মরে নাই দৌহিত্র তোমার।
পাপমতি দেবতা দলনে—
তপস্যায় গেছে বিশ্বরূপ ;
অচিরেই দেবজয়ী শক্তি লয়ে
আসিবে সে ফিরে !

চতুর্থ দৃশ্য

গন্ধর্ব্বলোক

(কুন্তলের প্রবেশ)

কুন্তল। লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ !
খেলুম চড়কীর পাক।
মেয়েটার কি রূপের বড়াই দেখনা তার জাক !
যাক্ কোন মতে, সয়ে নিই ভাই, আগে সাতটি পাক্।

(কদলীর প্রবেশ)

কদলী। কার সঙ্গে সাত পাক ঘুরবে কুন্তল !

কুন্তল। কে ! কদলী ! এই রে গোল বাধালে !

কদলী। বলি তুমি নাকি বিয়ে কচ্ছ!

কুন্তল। হুঁ—

কদলী। কাকে—

কুন্তল। ঐন্দ্রিলা সুন্দরীকে।

কদলী। ঐন্দ্রিলা! কে সে!

কুন্তল। কে জানে অত গুষ্টির খবর, তার পদ্মমুষ্টি আগে আমার মুষ্টিবদ্ধ করিতো! তারপর খবর নেব কে সে—

কদলী। (দীর্ঘশ্বাস সঙ্গে) তা হ'লে সত্যি বিয়ে কচ্ছ?

কুন্তল। (দীর্ঘশ্বাস সঙ্গে) মিথ্যেই বা দেখলে কিসে!

কদলী। কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমি যে বাঁচব না সখা!

কুন্তল। তুমি আমার স্কন্ধ না ছাড়লে আমিও যে বাঁচব না সখী!

কদলী। না—না কুন্তল, তুমি তাকে বিয়ে করোনা, তুমি যে আমার প্রাণ বঁধু—

(দ্বৈত গীত)

কদলী। তুমি আমার প্রাণ বঁধু, তুমি আমার প্রাণ!

কুন্তল। কিন্তু সে যে আমার প্রাণের মাণিক
প্রাণায়ামের সিদ্ধ পীঠ স্থান।

কদলী। তুমি আমার আশ্বীনের বাজন

কুন্তল। সে যে আমার চৈতি মাসের গাজন

কদলী। তুমি আমার পৌষ পার্ব্বণ

কুন্তল। সে যে আমার বর্ষার ঝাপান। [গীতান্তে কুন্তলের প্রস্থান

কদলী। কুন্তল, যেয়ো না, শোনো শোনো, মাথা খাও,

(মদনিকার প্রবেশ)

মদনিকা। গন্ধর্ব্ব রাজ্য জোড়া ছোঁড়াদের মাথা খাচ্ছিস তুই, তোর মাথা আবার কে খাবে কদলী!

কদলী। সখি মদনিকা! আমি মরব এবার, আমি সত্যি সত্যি মরব—

মদনিকা। বটে! তাহলে এবার সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছিস বল! কে সে ভাগ্যবান্? তার নামটা কি শুনি?

কদলী। কুন্তল।

মদনিকা। বটে, তা কাঁদছিস কেন? এতো আনন্দের কথা।

কদলী। না সখি, সে নাকি ঐন্দ্রিলা নামে কোন এক পোড়ারমুখীকে বিয়ে করবে!

মদনিকা। ওঃ এইজন্ম ভাবনা! হাঃ হাঃ হাঃ।

কদলী। তুই হাস্‌ছিস—আমার এত দুঃখে তোর হাসি পায় মদনিকা!

মদনিকা। আরে শোন্ শোন্, ঐন্দ্রিলা কুন্তলকে নিয়ে বাঁদর নাচ করিয়েছে!

কদলী। বাঁদর নাচ—

মদনিকা। হ্যাঁরে হ্যাঁ—সে তোর চেয়েও খেলোয়াড় মেয়ে! কোন দেশে ঘর—কি তার পিতৃপরিচয়, কেউ জানেনা। সারা পৃথিবীময় মনোমত পতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যত সব ডব্‌কা ছোড়াদের মজাচ্ছে, কারুকেই ধরা ছোঁয়া দিচ্ছে না। তোর কুন্তলকেও নাচিয়ে দিয়ে এতক্ষণে সে হয়তো পগার পার।

কদলী। সত্যিই! যাক্! কুন্তল তা হলে এবার আমাকেই বিয়ে—

মদনিকা। চুপ, এক কাজ কর সখি! ও যখন তোকে ফেলে ঐন্দ্রিলাকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপে গেছলো...তুইও এবার শোধ তোল! খানিকটা খেলিয়ে নে ওকে।—

কদলী। কিন্তু আবার দড়ি ছিঁড়ে যায় যদি—

মদনিকা। দূর—পুরুষ মানুষকে যত খেলিয়ে নিবি—দেখবি ততই পোষা বেড়ালের মত পায়ের কাছে গুঁটি সুঁটি মেরে বসছে! ঐ আসছে, তুই পালা শীগ্‌গীর, ধরা দিস্‌নে!

[কদলী অপরদিকে প্রস্থান করিতে গিয়া থামিল

কদলী। ও ভাই মদনিকা! কোথায় পালাই! ওদিকে বাঘ, এদিকে যে এক জোড়া কুমীর।

মদনিকা। এক জোড়া কুমীর!

কদলী। হ্যাঁরে হ্যাঁ—সেই কুঁজো আর নুলো! ঐ মাণিকজোড় যে আমায় বিয়ে করবে বলে রাত দিন তাড়া করে বেড়ায়! ঐ এসে পড়ল!

(কুঁজো ও নুলোর প্রবেশ)

নুলো। হিঁ! সুন্দরী—কদলী ভাই! আমায় বিয়ে করো।

কুঁজো। আমি কুঁজো নই—এই দেখ, তোমার পায়ের কাছে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ছি:—

কদলী। ও মাগো! মদনিকা—মদনিকা!

মদনিকা। থাক্ থাক্ ··কদলী তোমাদের বিয়ে কর্ব্বে···ওকে তোমরা নিয়ে যাও—

কদলী। মদনিকা—

মদনিকা। চুপ! কুন্তল এসে পড়ল, ওদের সঙ্গে পালা। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব—

[কুঁজো ও নুলোর সঙ্গে কদলীর প্রস্থান

(বর বেশে কুন্তল ও অলক্তকের প্রবেশ)

কুন্তল। লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌ লেগে যা...বিয়ে লেগে যা! কিন্তু কণের তো এখনো খোঁজ নেই! ওহে অলক্তক, একটু এগিয়ে দেখ না ছাই···ঐন্দ্রিলা কতদূরে?

অলক্তক। যাচ্ছি, আগে আমার লেখা এই উপহারটি শোনো একবার!—

কুন্তল। আমার বিয়ের উপহার! আচ্ছা! চট করে পড়ে নে।

অল। (রচনা পাঠ)

মরি কি মধুর নিশি শত শশী পরকাশ।

কুন্তল। (আবেগ ভরে) আহা—হা—হা—

অল। শিহরে বিরহী কুল সুখের সে হা-হুতাশ।

কুন্তল। উহু—হু—হু!

অল। এ মধু মাহেন্দ্রক্ষণে মদনে যেমতি রতি!

কুন্তল। বসুমতী দ্বিধা হও। আমি ঢুকে পড়ি।

অল। কুন্তলে বাঁধিবে তথা সুশীলা ঐন্দ্রিলা সতী!

কুন্তল। সখিরে, আমায় ধর ধর।

অল। মিনতি চরণে তব চিরজীবী মহাকাল!

কুন্তল। হায়—হায়—হায়—হায়—

অল। উপস্থিত হয় নাই আর।

কুন্তল। রসে ভেসে যায় যেন নালা ডোবা বিল খাল—লাগাও ঐখানে।

অল। রচনা কেমন? চলবে ত?

কুন্তল। শুধু চলবে—গড় গড় করে চলে যাবে!

তোমার রচনা! আরে যাও—যাও,

দেখ ঐন্দ্রিলা কতদূর!

অল। তা যাচ্ছি, পথে চলতে বাকী পদ কয়টা জুড়ে একে একেবারে চতুষ্পদী করে নিয়ে আসি। [প্রস্থান

কুন্তল। আচ্ছা, দেরী হচ্ছে কেন! তবে কি কোন…দূর, সাজবে তো…বলি তাকেও সাজতে হবে তো! আহা?

প্রিয়ে, বিনোদ খোঁপায় মালতীর মালা দিয়ে
দর্পণে মুখ দেখ···মাকাল ফলের চেয়ে রাঙ্গা
অধরে টিপি টিপি হাসি হাস—তারপর অঙ্গের
দোলনি দুলিয়ে-খঞ্জন চরণ বুলিয়ে—ঐ না—
ঐ তো নুপুরের রব ! আসছে...প্রিয়ে আসছে !
এসো আমার অমাবস্যার পূর্ণশশী,
এস ধীরে ধীরে, এস সজনীরে,
বড় ভয় মনে—
চলিতে চরণে পাছে বাজে ! [চোখ বুজিয়া বসিল

(অলক্তকের প্রবেশ)

অল। সখা—সখা—

কুন্তল। আর সখা বলে দূরে নয় ! কাছে এসো, কাছে
এসো, বাহুতে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে—

(অলক্তককে জড়াইয়া ধরিল)

অল। সর্ব্বনাশ ! কি কর বিয়ের ঘোরে !
আরে, চোখে না দেখ,
হাতেও কি মালুম হয় না !
গোঁপে মুখ যে আমার ভর্ত্তি !
দেখ, আমি অলক্তক !

কুন্তল। (অলক্তককে ছাড়িয়া চোখ মেলিয়া ক্ষণেক নিস্পন্দ
থাকিয়া সক্রোধে) অলক্তক ! তবে সে—

অল। সে নেই ; সে উধাও !

কুন্তল। উধাও ! মস্করা !
ঘুসিতে নাক ভেঙ্গে দেব জান !

অল। নাক হারানো সেও ভাল ছিল ;

বোঁচা নাকে কত বেটা বেঁচে থাকে !
কিন্তু এ যে কোমর ভাঙ্গার পালা দাদা,
মস্করা করিনি...ছুঁড়ীটা সত্যি সত্যি দলবল নিয়ে
এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে ।

কুন্তল । অ্যাঁ, সত্যি ! বাবা গো—আমার কুলে এসে
নাও যে ব'নচাল হয়ে গেল ! [বসিয়া পড়িল

(মদনিকা এইবার সম্মুখে আসিল)

মদনিকা। তাতে ভয় কি ? আমার সঙ্গে এসো, সাঁতার কেটে
পারে নিয়ে যাবো !

কুন্তল । কে ! মদনিকা ! কদলীর কথা বলতে এসেছ ?

মদ । শুধু বলতে নয়...কদলী দেখাতেও এসেছি । কেন
গিয়েছিলে সেই উড়ন চণ্ডীর কাছে ? ওর চাইতে
কদলী হাজার গুণে ভাল ।

কদলীর গীত

যেয়ো না রে যাদু কেতকীতে ।
পাবে না ত মধু পাখা ছেঁড়া হবে সার,
নিষেধ সে হৃদে প্রবেশিতে ।
ফুটেছে কমল মধু টল টল ডাকে ও বঁধু এস।
রেখেছি অগাধ রসের পাথার যত পার ডুবো ভেসো ।
বঁধু যাও সেই বনে, কুমুদিনী ভণে,
যেথানে বাঁধন চিতে চিতে ।

কুন্তল । তা সত্যি, শিশুপাঠে পড়েছি ঐন্দ্রিলা নামক আঙুর ফল
বড়ই টক, সে আঙুরের চেয়ে পাকা কদলী হাজার গুণে
ভাল ! চল, কদলীর কাছেই যাই—(সহসা থামিল) ও
কি মদনিকা ! ও কি !

মদ। কি—কি হ'ল আবার!

কুন্তল। আরে! কদলী সেই কুঁজো আর নূলোর সঙ্গে যাচ্ছে যে! ঐ দেখ, ওদের গলায় হাত রেখে আমায় দাঁত দেখাচ্ছে! শেষে হাতের কলাও ফস্কায় নাকি! কদলী, কদলী! শোনো শোনো— [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

যজ্ঞভূমি

সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ত্বষ্টা উপবিষ্ট

ত্বষ্টা। ইন্দ্র শত্রো বিবর্দ্ধস্ব
মা চিরং জহি বিদ্বিষ! (আহুতি দান)

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবর্ষি—

ত্বষ্টা। ইন্দ্র!
দাঁড়াও—প্রত্যক্ষ কর ব্রাহ্মণের তেজ!
ইন্দ্র শত্রো বিবৰ্দ্ধস্ব। (আহুতি দান)

ইন্দ্র। ঋষি, ক্ষান্ত হও!

ত্বষ্টা। কেন! দেবতার আশঙ্কা কিসের?

ইন্দ্র। নহে শঙ্কা—
ব্রাহ্মণ দেখাতে তুমি যত অগ্রসর,
ততই ব্রাহ্মণ হ'তে দূরে সরিতেছ!
তাই কহি সাবধান,
ক্ষান্ত হও দ্বিজ!

ত্বষ্টা। যাও যাও,
ব্রাহ্মণত্ব শিক্ষা দিতে হবে না তোমায়!

দেবত্ব দেখাও তুমি,
যজ্ঞকুণ্ড হ'তে ইন্দ্র-শত্রু সৃষ্টি করে
ব্রাহ্মণত্ব আমিও দেখাব !
ইন্দ্র শত্রো বিবর্দ্ধস্ব—
মা চিরং জহি বিদ্বিষ ! (আহুতি দান)

ইন্দ্র । কই কই ইন্দ্র শত্রু ?
কই তব ব্রহ্ম তেজ ত্বষ্টা
বিফল হলো যে তব তৃতীয় আহুতি !
আর কেন ? বুঝহ এখনো—
হিংসার ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণ দেখান
কভু নহেক সম্ভব !

ত্বষ্টা । রহ…রহ করেছি আহুতি ভুল,
এইবার হয়েছে স্মরণ—
এ যজ্ঞের এ আহুতি নয় ।
প্রজ্বলিত হোম হুতাশন,
এবার হতেই হবে প্রসন্ন তোমায় ।
ঘৃতাহুতি নহে আর,
এবার আহুতি দেব
ব্রাহ্মণের বক্ষোরক্ত ধারা !

[নখাঘাতে বক্ষ ছিঁড়িয়া কুশীতে রক্ত ধরিয়া

ইন্দ্র শত্রো বিবর্দ্ধস্ব
মা চিরং জহি বিদ্বিষ [আহুতি দান

(বেগে জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত । ক্ষান্ত হও…ক্ষান্ত হও ঋষিবর,
কি কারণ ইন্দ্রশত্রু উৎপাদন যাগ ?

যোগ দাও কর্ত্তব্যে দেবের,
সাথী হও—স্বর্গচ্যুত দেবতার ঘোর তপস্যার—
এই পুত্র মাতৃ আজ্ঞা তব!

জয়ন্ত। তাই হবে মাতা—

শচী। মনে রেখো, তোমারে নির্ভর করে
ত্রিলোকে দেখাতে চাই
সত্য সত্য দেবমাতা আমি।

জয়ন্ত। না—না—আমা হেতু দেবেন্দ্রাণী নহে দেবমাতা—
ইন্দ্রাণীর গর্ভে জন্ম—সেই হেতু জয়ন্ত দেবতা—
[শচীর পদধূলি লইয়া প্রস্থান

শচী। তপস্বিনীগণ! আর কেন?
স্বামীরা সন্ন্যাস ব্রতে...
স্বর্গে থাকা আমাদেব আব সাজে না ত!
চল স্বর্গ ত্যাগ করি বনবাসে যাই মোরা সবে—

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কোথা সুরেশ্বরী শচী?

শচী। কে? এ কি! কি বিচিত্র—
মূর্ত্তি লয়ে স্বয়ং গোলোক লক্ষ্মী জননী আমার!
মা! মা!—

লক্ষ্মী। আমারে সঙ্গিনী কর—
যাব বনবাসে।

শচী। মা কমলা—
স্বর্গ ছেড়ে তুমি যাবে বনে!

লক্ষ্মী। যাব না!
তুমি যাবে স্বর্গ ছেড়ে আমি রব কোথা?

বাঁধা আছি আমি যে মা, তোমার আঁচলে !
স্বর্গলক্ষ্মী তুমি যেথা—
বন হোক্…বিজন আঁধার হোক্…
গোলকের লক্ষ্মী আমি—
আমারও সে শান্তি নিকেতন।
এই দেখ, আমার যা কিছু আছে—
কাঠা, কৌটা কড়ি শাঁখ…
সবে বেঁধে নিয়ে এসেছি মা, গোলক ছাড়িয়া।
চল শচী,
আমি যাই তোমাদের সকলের আগে— (গমনোদ্যতা)

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা। তুমি কোথা যাবে লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। যথা ইচ্ছা—
তুমি কে ? আমারে দাও বাধা ?

ত্বষ্টা। (দৃঢ় ভাবে) দাঁড়াও…বে হই আমি !

লক্ষ্মী। ওঃ—তুমিই সে স্বর্গজেতা গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ !
যাও—যাও—
ব্রাহ্মণের ধার ধারে না কমলা !

ত্বষ্টা। জানি…জানি লক্ষ্মী,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতি
মন তব চিরদিন রয়েছে বিরূপ।
আমরাও ভরসা রাখি না তার
দাঁড়াও—যা বলি শোন—

লক্ষ্মী। তোমার আদেশ !
তোমার ও ভ্রূকুটিতে
ভীতা নহি আমি !

ত্বষ্টা। তুমি ভীতা নও—
কিন্তু তুমি সেবা-দাসী যাঁর—
ব্রাহ্মণের ভ্রূকুটিতে ভীত ত্রস্ত তিনি,
তুমি ত সামান্যা নারী—
রহ স্থির হেথা।

লক্ষ্মী। এত অহঙ্কার!
লক্ষ্মীরে গায়ের জোরে কোনজন
পারে না রাখিতে— (গমনোদ্যতা)

ত্বষ্টা। (বাধা দিয়া) অন্যে না পারুক…
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পারে।
এই আমি দিনু গণ্ডী—
কমণ্ডলু জলের রেখায়—
পার যদি গণ্ডী ছেড়ে যাও।
(লক্ষ্মীর চতুর্দ্দিকে কমণ্ডলুর জলের গণ্ডীপ্রদান)
(লক্ষ্মী কোন দিকে গমনে অশক্ত হইলেন)

লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!
আশ্চর্য্য তোমার শক্তি;
গতি শক্তি রহিত আমার!
অবনত আমি তোমার নিকট,
চিরঋণী হ'ব—
এক অনুগ্রহ কর—
শচীরে বিদায় করে—
স্বর্গে আজ অন্য রাণী বসালে যেমন—
সেই মত সেই সঙ্গে সৃজিয়া নূতন লক্ষ্মী—
বাসও স্বরগে।
যেতে দাও—শচী সঙ্গে যেতে দাও মোরে—

ত্বষ্টা। যাও শচী! দাঁড়ায়ে দেখ কি?

শচী। মা মা—

লক্ষ্মী। শচী—শচী—

শচী। কেন মা ব্যাকুলা অত?
নাই বা সঙ্গেতে গেলে।
যেথা থাকি আমি—
শচীরে নয়ন জলে ধোয়া পুষ্পাঞ্জলি
শূন্যে শূন্যে ভেসে এসে
প্রতি প্রাতে পড়িবে ও রাতুল চরণে—
যেথা থাক তুমি,
মনে রেখো দাসীরে তোমার।
প্রণাম, বিদায় মাগো— (প্রণাম পূর্ব্বক গমনোদ্যতা)

লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, এখনও যেতে দাও মোরে,
নহে ত্বরা ফেরাও শচীরে—

ত্বষ্টা। শচী! ফেরো,

শচী। ডাকিলে আমারে!

ত্বষ্টা। শোনো শচী, এখনও একমাত্র রয়েছে উপায়।
স্বর্গচ্যুত হ'তে তাহে হবে না তোমায়।

শচী। কি উপায়ে?
স্বামীরে বুঝায়ে এনে
তোমার সম্মুখে তাঁরে নত জানু করা?
হবে না তা জানিও ব্রাহ্মণ!

ত্বষ্টা। ভেবে দেখো···হইত মঙ্গল—

শচী। হবে না তা দ্বিজবর—
পার যত কর অমঙ্গল—

ত্বষ্টা। যাও তবে—হ্যাঁ—দাঁড়াও।

নতজানু না হয় বাসব ক্ষতি নাই—

কহি সত্য, স্বর্গরাজ্য ফিরে দিব তারে—যদি—

শচী। যদি—

ত্বষ্টা। তোমার স্বামীব হয়ে

তুমি যদি ভিক্ষা চাও আমার মার্জ্জনা।

শচী। দ্বিজবর, বৃথা প্রলোভন তব,

স্বামী প্রতিনিধিরূপে—ইন্দ্রাণীর উচ্চশিব—

অবনত নাহি হবে গর্ব্বোদ্ধত ব্রাহ্মণ চরণে।

হ্যাঁ, তবে পারি যাত্রা কালে এককার্য্য শুধু—

হে ব্রাহ্মণ—

ইন্দ্রেব ইন্দ্রাণী নহে—দরিদ্রারমণী শচী

তোমায় অন্তর খুলে—

দিতে পারে এক নমস্কার।

হে ব্রাহ্মণ, লহ গো প্রণাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুন্তের গৃহ

কদলীকে মদনিকা সাজাইতেছিল

মদ। বেশ ভাল করে সাজ সই, ঠিক বিয়ের কণের মত করে সাজ।

কদলী। যাই বলিস্ মদনিকা আমার কিন্তু ভয় করে, সত্যি সত্যিই যদি বিয়ে করে…তখ !

মদ। করে ত করিবি—

কদলী। ইস্…মরে গেলেও না—

মদ। হুঁ—এখনও মন পড়ে রয়েছে সেই কুন্তলের দিকে !

কদলী। সই—

মদ। ভাবিস্ নে লো…ভাবিস্ নে। এই আঠার বছর যখন ঐ কুঁজো আর নূলো তোকে ধরে বেধেও বিয়ে কর্ত্তে পারেনি তখন আজও পারবে না! করুক ওদের যত খুশী বিয়ের আয়োজন—আমার মন বলছে, সময় হলে, সেই কুন্তল নিজে এসে তোকে—

(কুন্তলের প্রবেশ)

কুন্তল। আমি এসেছি…ওগো আমি এসেছি—

কদলী। কে—কুন্তল—

কুন্তল। ইস্ কেমন গোলগাল চেহারাটী হয়েছে! ইস্! আঠার বছর ধরে খুঁজে ফিরছি—মানুষের মেয়ে হলে এ আঠার বছরে বুড়ী হয়ে যেতে।

মদ। বুড়ী হত! খবর্দ্দার!

কুন্তল। হত না! ঐ ঐন্দ্রিলা। তার বিয়ে হল…জোয়ান মর্দ্দ ছেলের মা এখন সে! অথচ আমার কদলী! চির যৌবনা—চির কাঁচা—চির নবীন—ইস্! কি আগুনের মত টক্‌টকে যৌবনরে বাবা ইস্।—

কদলী। আঃ মরণ আর কি (প্রস্থানোদ্যত মদনিকা হাত ধরিল)।

মদ। (গীত) মোদের যৌবন মোদের থাক

মোদের যৌবন মোদের আছে,
মিছে তোদের উঁকি ঝুঁকি ;
পেকেছে বেল পুকুর পাড়ে
ওরে বল না তাতে কাকের কি ?
মিছে গাল বেয়ে লাল পড়লে কি হবে,
ঠুক্‌রে শুধু ঠোঁট যাবে ঃ ওরে ঠেক্‌বে না জিবে,
তোদের গরজ দেখে ধরা দেবে,
কে এমন রুচিমুখী।

কুন্তল। (গীত) অত গরব করিস্ না লো—

অত গরব করিস না লো ও যৌবনী কমি মানা।
পিয়াসীরে ফিরাস ধনি গরবে হয়ে তালকানা।
যৌবন জোয়ারে ফুলে
জাহাজে দিস ডাঙায় তুলে
জোয়ারের জল নেমে গেলে
করবে না কেউ আনাগোনা।

কুন্তল। বুঝলে? গন্ধর্ব্ব কন্যা হও…আর যাই হও…একদিন না একদিন যৌবনে ভাটা পড়বে—তখন!

মদ। সে যখনকার তখন! আপাততঃ তুমি যাও দেখিনি…আমার সখীর বিয়েটা হতে দাও—

কুন্তল। বিয়ে; কদলীর? কার সঙ্গে—

মদ। কুঁজো আর নুলোর সঙ্গে—

কুন্তল। সে কি! একসঙ্গে দুটী—

মদ। দ্রৌপদীর ছিল পাঁচটী—

কুন্তল। তা বটে…তা বটে—কিন্তু তা বলে আমার কদলী—

মদ। ঐ কুঁজো নুলোর গলা খাঁকারী শুনছ? এসে পড়ল…পালাও—

কুন্তল। পালাব কেন! এ বাড়ীতে কি একটা ক্রিয়া কর্ম্ম হবে শুনে পুরুত সেজে ঢুকে পড়লাম…কুঁজো নুলো এককাড়ি টাকা দিলে…তাই পুরুত হয়ে এসেছি—

মদ। বেশ, তাহলে কদলীর বিয়েতে পুরুতগিরি কর।

কুন্তল। সেকি! কদলীর বিয়েতে আমি পুরুতগিরি করব!
বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে শত্তুরকে দেব?

(নেপথ্যে কুঁজো ও নুলো)

কু+নু। বলি সাজা হ'ল ?

মদ। ঐ ওরা এল যে ?

কুন্তল। বাবাগো ! যা হয় একটা ব্যবস্থা কর মদনিকা।

কদলী। সই !

মদ। শোন, এখানে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাক, পরিচয় দিসনে। একটু আগলে রাখ ওদের...আমরা আসছি। (কুন্তলকে) এস আমার সঙ্গে !

কুন্তল। কিন্তু কদলীকে ফেলে—

মদ। ভয় নেই ! কদলী তোমার হাত ছাড়া হবে না···এস,

কুন্তল। দেখ, আর যা যায় যাক্···কিন্তু হাতের কদলী যেন হাতেই থাকে আমার। [মদনিকাসহ প্রস্থান

(কুঁজো ও নুলোর প্রবেশ)

কুঁজো। এই যে ! সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে !

নুলো। আজ আল টোমারে ঠারব না। আঠার বছর ঘুরিয়েছ··· আজ খপ্ করে বিয়ে করে ফেলব।

কুঁজো। তুই নয় আমি।

নুলো। তুই নয় আমি।

উভয়ে। কদ্‌লী !

কদলী। আমি কদলী নয়···আমি পুরুত ঠাকুরের স্ত্রী ;

কুঁজো। পুরুত ঠাকুরের ইস্ত্রি ? পুরুত এল একলা···আবার দোকলা হ'ল কখন ?

কদলী। খিরকির দোর দিয়ে আমি এসেছি, তোমাদের বিয়ে... এয়ো চাইতো !

কুঁজো। তা চাই বটে, কিন্তু কদলী কোথায় ?

কদলী। তাকে মদনিকা ওঘরে সাজাতে নিয়ে গেছে...এল বলে।

নুলো। কিন্তু আমাল আর সবুর সইছে না। কদলীল দেনী হ'লে খপ্ করে তোমাকেই বিয়ে করে ফেলব।

কুঁজো। তুই নয় আমি।

কদলী। ছিঃ ছিঃ আমি যে পরস্ত্রী! আমি আপনাদের—

কুঁজো নুলো। পুরুতের ইস্ত্রি—

(কনেকে আসনে বসাইয়া আসন ধরিয়া কুন্তল ও মদনিকার প্রবেশ)

কুন্তল। পুরুতের ইস্ত্রী নিয়ে আর টানাটানি না করং বৎসগণং। এই দেখ, বর আগচ্ছিতং।

কুঁজো। দাও ঠাকুর, চট্ করে বিয়ে দাও।

নুলো! মন্তর পলে বোলো, আগে বিয়েটা হয়ে যাক্।

কুন্তল। তার চাইতে বল বাসরটাই আগে হয়ে যাক।

মদ। শুভদৃষ্টিটা চট্ করে সেরে ফেল, তারপর ত বাসর?

কুন্তল। তা বটে, চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দাও! ঐ যা…বাঁশ চাই যে! বর বাঁশ ধরে দাঁড়াবেত!

কুঁজো। বাঁশ কোথায় পাব, অত তর সইবে না বাপু। এমনি চাদর দিয়ে মুখ বেঁধে দাও।

মদ। করে? তোমার…না তোমার?

উভয়ে। আমার…আমার। আমি বিয়ে করব, আমি বিয়ে করব।

কুন্তল। কলহে নৈব কদাচনম! এক কার্য্য করিতম! দুটো বৎসকেই একসঙ্গে বেঁধে দাও… তারপর শুভদৃষ্টির সময় কদলী যার ঘোমটা আগে তুলবে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

কুঁজো। সেই ভাল, আগে আমার বাঁধ।

নুলো। আগে আমায়।

কুন্তল। দুঃখ কি সোনার চাঁদ! কোন বৎসকেই দড়ি ছাড়া রাখব না। একবার বাঁধা পড়…তারপর দেখবে কত ধান্য গর্ভে কত তণ্ডুল প্রসবিত হইতং। (উভয়কে বন্ধন)

নূলো। ও ডা ডা···ডম্ আটকে আসছে যে !

কুন্তল। ভয় কি, কেবল দম আটকাচ্ছে...এরপর নাভিশ্বাস উঠুক আগে, তবে তো শুভদৃষ্টি ! যাও গো, এইবার তোমরা আমার বাসর সাজাওগে। [মদনিকা ও কদলীর প্রস্থান

কুঁজো। তোমার বাসর ?

কুন্তল। ঐ হোল, তোমাদের বাসর এখানে—আর আমার বাসর এদেশের পগার পেরিয়ে তেপান্তরের কদলী বনে !

কুঁজো। কদলী বনে !

কুন্তল। হ্যাঁ, কদলী সুন্দরীকে নিয়ে।

নূলো। কদলী তো আমাদের বৌ। তাকে তুমি—

কুন্তল। আমার কদলীকে আমি সরিয়ে নিয়েছি আর তোমাদের জন্যে যে কদলীকে রেখেছি (কুঁজো ও নূলোর চোখের চাদর সরাইয়া) দিব্য দৃষ্টিতে দেখ সে একেবারে আসল পক্ক কদলী (কলা গাছের ঘোমটা তুলিল)

কুঁজো। একি দাদা ! কলাগাছ !

নূলো। কলাগাছ !

উভয়ে। তবেরে বিট্‌লে (উভয়ে বাঁধন খুলিয়া উঠিবার চেষ্টা)

কুন্তল। আহা-হা উঠ না !—বাঁধন খুলতে গিয়ে পড়ে যাবে। কি করি বল ? বর দুটি...কনে একটী···ভাগের অসুবিধে ! এ কদলী গাছে যখন পক্ক কদলী ফলবে তখন তাকে ভাগ করা চলবে, বাসর করা চলবে···আবার যখন ইচ্ছে টপ করে গালে পোরাও চলবে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

নর্ত্তকীদের নৃত্য। সহসা নেপথ্যে চাহিয়া তাহারা ভীত ত্রস্ত হইয়া প্রস্থান করিল.. বৃত্রের প্রবেশ ; ঐন্দ্রিলা তাহার অনুসরণ করিয়া দৃঢভাবে দাঁড়াইল। যন্ত্র সঙ্গীত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল... আলো নিভিয়া গেল।

বৃত্র। কি বলিস...কি বলিস কুহকিনি ?
জিহ্বা খসে যাবে,
এখনও সংযত কর।

ঐন্দ্রিলা। বাসনা মিটাও স্বামী।
আর না চাহিব কিছু এ জীবনে আমি।

বৃত্র। সর্ব্বনাশী। বাসনা বলে না একে,
মতিচ্ছন্ন ইহা !

ঐন্দ্রিলা। পণে বদ্ধ তুমি দৈত্য রাজ,
যতই দুঃসাধ্য হোক
যে বাসনা জাগিবে আমার
পূরণে প্রস্তুত তুমি।
প্রতিশ্রুতি পাল—
ঐন্দ্রিলার বাসনা মিটাও।

বৃত্র। (সক্রোধে) মিটাব বাসনা।
মরু মরীচিকা তুই—মায়াবিনী নারী !
রক্ত বীজ যথা রক্তবিন্দু পাতে
একক সহস্র হয়, সেইমত অনন্ত বাসনা তোর
নহে মিটিবার। এক পন্থা শুধু

অস্ত্র উপচার ! অস্ত্র উপচারে
বাসনা কামনা পূর্ণ;
আঁধারের মূল উৎপাটন।
হত্যা আমি করিব তোমারে,
পুত্র তব রুদ্রপীড়...মাতৃপাপ ধমনীতে তার...
তাহারেও বধিব নিশ্চয়—নিশ্চিহ্ন করিব পাপ—
মাতা পুত্র দুজনার কারো নাহি
অব্যাহতি আজ।

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা। একি পুত্র, একি অঘটন ?

বৃত্র। (ঐন্দ্রিলাকে দেখাইয়া)
রাক্ষসী...রাক্ষসী পিতা !

ত্বষ্টা। কি হয়েছে, বধূমাতা ?

ঐন্দ্রিলা। হয়নি কিছুই, বাসনা করেছি শুধু—

ত্বষ্টা। বাসনা করেছ ?

ঐন্দ্রিলা। হ্যাঁ—
শচীরে করিব দাসী এই শুধু বাসনা আমার !

বৃত্র। শোন পিতা, বাসনার পরিসর শোনো !
ভিখারিণী সামান্যা নারীরে ··করিয়াছি
স্বর্গের ঈশ্বরী·· তবুও এখনো—

ঐন্দ্রিলা। স্বর্গের ঈশ্বরী হয়ে কি গৌরব মম ?
নূতনত্ব কি দেখালে তাহে ?
সে ত হয়ে গেছে শচী বহু যুগ আগে,
সে আসন জীর্ণ তার চরণ ধূলায়।

ঐন্দ্রিলা। ভুলে না তাহে···
সে যে চাহে আরও উচ্চে অধিকার।

থাক্ শচী স্বর্গের ঈশ্বরী,
কোন অভিমান নাই,
আমি হব—শচীর ঈশ্বরী।

বৃত্র। (অসিতে হাত দিয়া) বিষধরি!

ত্বষ্টা। (বৃত্রকে ধরিলেন)—
(ঐন্দ্রিলার প্রতি)
থাক্ থাক্ মাতা...আসিয়াছি বহু দূরে
কাজ নাই আর।

ঐন্দ্রিলা। বাসনা আমার
লক্ষ মুখী অনন্ত প্রসার,
কোন সান্ত্বনায়...কারো অস্ত্র দেখে
হবে না সে একতিল নত সঙ্কুচিত।

ত্বষ্টা। পুত্র!

বৃত্র। (নৈরাশ্যভাবে) বুঝেছি, বুঝেছি পিতা!
সৃষ্টি তুমি করেছ আমারে,
সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃত্যু অস্ত্র মম—
বেঁধে দেছ জীবনের সাথে।

ত্বষ্টা। মাতা!

ঐন্দ্রিলা। প্রতিশ্রুতি তুমিও ভাঙ্গিবে?
হে ব্রাহ্মণ এই কি ব্রাহ্মণ বৃত্তি?
এই গর্ব্ব—এই সত্যনিষ্ঠা লয়ে
ব্রাহ্মণ দেখাবে তুমি দেবেন্দ্র বাসবে?

ত্বষ্টা। সত্য! সত্য!
হেন কাতরতা আমারে সাজে না কভু।
প্রলয়ে নির্ভীক আমি তেজস্বী ব্রাহ্মণ!
পুত্র, কর ত্বরা আদেশ পালন—

বৃত্র। ক্ষমা কর পিতা,—
পারিব না!
ত্বষ্টা। পারিবে না!
আরে মূঢ়,
এত মতিভ্রংশ তোর!
সৃষ্টিকারী ত্বষ্টা তোরে করিছে আদেশ…
তাঁর আজ্ঞা কর অবহেলা!
নাহি শোন—দিব অভিশাপ—
বৃত্র। যথা ইচ্ছা দেহ অভিশাপ!
অবাধ্য আত্মজে তব—
ব্রহ্মতেজে ভস্ম কর পিতা!
তবু আমি ভুলিব না মনে
ইন্দ্র শত্রু বৃত্রাসুর…শচী শত্রু নহে— [প্রস্থান
ত্বষ্টা। বৃত্র—বৃত্র—চলে গেল!
মাতা, কেমনে পূরাবো বাঞ্ছা! কি হবে উপায়?
ঐন্দ্রিলা। উপায় কি নাই ঋষি!
স্বামী যদি পণ ভঙ্গ করে—
আছে মোর সিংহশিশু নবীন নন্দন!
মাতৃ আজ্ঞা পুত্র—মোর করিবে লঙ্ঘন?
(রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)
রুদ্রপীড়। কভু নহে…কভু নহে মাতা,
আজ্ঞা দেহ সন্তানে তোমার—
ত্বষ্টা। কে?
রুদ্রপীড়। আমি।
ত্বষ্টা। রুদ্রপীড়!

রুদ্রপীড়। হ্যাঁ, ত্বষ্টা পুত্র পিতৃ আজ্ঞা করুন লঙ্ঘন—
কিন্তু মাতৃ বাঞ্ছা করিতে পূরণ—
ঐন্দ্রিলার পুত্র রুদ্র—
প্রতীক্ষিছে অধীর আগ্রহে!
জননী গো, দেহ অনুমতি—

ত্বষ্টা। রুদ্র—রুদ্র!
এনে দেবে তুমি ইন্দ্রাণীরে?

রুদ্রপীড়। ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী যিনি হোন্—স্বর্গে মর্ত্তে
ব্রহ্মলোকে যেথায় থাকুন
দেব অস্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র শিরে মোর
আসুক নামিয়া—শূল হস্তে মহারুদ্র,
বিঘূর্ণিত চক্রলয়ে নিজে নারায়ণ
বধিতে আমারে যদি আবির্ভূত হন
মাতৃভক্ত সত্যাশ্রয়ী সন্তান তোমার
পাদস্পর্শি হে জননী করি অঙ্গিকার নিশ্চিত করিব
ব্যর্থ চক্র সুদর্শন—
মাতার বাসনা মম
সুনিশ্চিত করিব পূরণ।

ঐন্দ্রিলা। পুত্র—পুত্র—

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম

(দূরে বনরানী করুণ উচ্ছাসে গাহিতেছিল)

বনরানী। **গীত**

কেনরে শিহরে তনু, কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ।
হিয়া বিদরিয়া আজি, ছোটেরে একি তুফান॥

(বর্জ্জনের প্রবেশ)

বর্জ্জন। অকস্মাৎ কোথা হতে জাগে এই—
ক্রন্দনের সুর !
একি ভাব বিপর্য্যয় !
আশ্রমে রোদধ্বনি !
শান্তিময় দধীচির পবিত্র আশ্রমে !
শ্রুতি ভ্রম হয় নি ত মোর?

বনবানী। গীত

নয়নে বুঝাতে নারি,
অঝরে বরষে বারি ;
বসনায় সরে না ভাষা, সব আশা ম্রিয়মান ॥

বর্জ্জন। নহে শ্রুতি ভ্রম...ওই ওঠে করুণ বিলাপ !
ভাবী অমঙ্গল ভয়ে কে যেন বিমনা !
একি ? প্রাণ মম শুষ্ক শূন্য কেন ?
হৃদয়ের মাঝে
অকস্মাৎ একি আকুলতা !
ও ক্রন্দনের সনে কি সম্বন্ধ মোর ?

(দধিচীর প্রবেশ)

দধীচি। বৎস,
জিজ্ঞাস্য আছে কি কিছু আর—
জগৎ সম্বন্ধে ? ব্রহ্ম বিষয়ক ?

বর্জ্জন। না প্রভু, কিছুই নাই।
জ্ঞানামৃত সহস্র ধারায়
প্রাবৃট্ জলদ প্রায়

(কুঁজো ও নূলোর প্রবেশ)

কুঁজো। এই যে! সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে।

নূলো। আজ আল টোমারে ঠারব না। আঠাল বছর ঘুরিয়েছ··· আজ খপ্ করে বিয়ে কলে ফেলব।

কুঁজো। তুই নয় আমি।

নূলো। তুই লয় আমি।

উভয়ে। কড়ুলী!

কদলী। আমি কদলী নয়···আমি পুরুত ঠাকুরের স্ত্রী।

কুঁজো। পুরুত ঠাকুরের ইস্ত্রি? পুরুত এল একলা···আবার দোকলা হ'ল কখন?

কদলী। খিরকির দোর দিয়ে আমি এসেছি, তোমাদের বিয়ে··· এয়ো চাইতো।

কুঁজো। তা চাই বটে; কিন্তু কদলী কোথায়?

কদলী। তাকে মদনিকা ওঘরে সাজাতে নিয়ে গেছে···এল বলে।

নূলো। কিণ্টু আমাল আল সবুর সইছে না। কদলীল দেলী হ'লে খপ্ করে তোমাকেই বিয়ে করে ফেলব।

কুঁজো। তুই নয় আমি।

কদলী। ছিঃ ছিঃ আমি যে পরস্ত্রী! আমি আপনাদের—

কুঁজো নূলো। পুরুতের ইস্ত্রি—

(কনেকে আসনে বসাইয়া আসন ধরিয়া কুন্তল ও মদনিকার প্রবেশ)

কুন্তল। পুরুতের ইস্ত্রী নিয়ে আর টানাটানি না করং বৎসগণং। এই দেখ, বর আগচ্ছিতং।

কুঁজো। দাও ঠাকুর, চট্ করে বিয়ে দাও।

নূলো। মন্তল পলে বোলো, আগে বিয়েটা হয়ে যাক্।

কুন্তল। তার চাইতে বল বাসরটাই আগে হয়ে যাক্।

মদ। শুভ দৃষ্টিটা চট্ করে সেরে ফেল, তারপর ত বাসর?

কুন্তল। তা বটে, চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দাও। ঐ যা···বাঁশ চাই যে! বর বাঁশ ধরে দাঁড়াবেত!

কুঁজো। বাঁশ কোথায় পাব, অত তর্ সইবে না বাপু। এমনি চাদর দিয়ে মুখ বেঁধে দাও।

মদ। কার? তোমার···না তোমার?

উভয়ে। আমার···আমার। আমি বিয়ে করব, আমি বিয়ে করব।

কুন্তল। কলহে নৈব কদাচনম! এক কার্য্য করিতম। দুটে বৎসকেই একসঙ্গে বেঁধে দাও···তারপর শুভদৃষ্টির সময় কদলী যার ঘোমটা আগে তুলবে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

কুঁজো। সেই ভাল, আগে আমায় বাঁধ।

নূলো। আগে আমায়।

কুন্তল। দুঃখ কি সোনার চাঁদ! কোন বৎসকেই দড়ি ছাড়া রাখব না। একবার বাঁধা পড়···তারপর দেখবে কত ধান্য গর্ভে কত তণ্ডুল প্রসবিত হইতং।

(উভয়কে বন্ধন)

নূলো। ও ডা ডা·· ডম্ আটকে আসছে যে!

কুন্তল। ভয় কি, কেবল দম আটকাচ্ছে···এরপর নাভিশ্বাস উঠুক আগে, তবে তো শুভ দৃষ্টি! যাও গো, এইবার তোমরা আমার বাসর সাজাওগে।

[মদনিকা ও কদলীর প্রস্থান

কুঁজো। তোমার বাসর?

কুন্তল। ঐ হোল, তোমাদের বাসর এখানে—আর আমার বাসর এদেশের পগার পেরিয়ে তেপান্তরের কদলী বনে!

কুঁজো। কদলী বনে!

কুন্তল। হ্যাঁ, কদলী সুন্দরীকে নিয়ে।

নূলো। কদলী তো আমাদের বৌ। তাকে তুমি—

কুন্তল। আমার কদলীকে আমি সরিয়ে নিয়েছি আর তোমাদের জন্যে যে কদলীকে রেখেছি (কুঁজো ও নূলোর চোখের চাদর সরাইয়া) দিব্য দৃষ্টিতে দেখ সে একেবারে আসল পক্ক কদলী। (কলা গাছের ঘোমটা তুলিল)

কুঁজো। একি দাদা! কলাগাছ!

নূলো। কলাগাছ!

উভয়ে। তবেরে বিট্‌লে (উভয়ে বাঁধন খুলিয়া উঠিবার চেষ্টা)

কুন্তল। আহা-হা উঠনা!—বাঁধন খুলতে গিয়ে পড়ে যাবে। কি করি বল? বর দুটি···কনে একটী···ভাগের অসুবিধে। এ কদলী গাছে যখন পক্ক কদলী ফলবে তখন তাকে ভাগ করা চলবে, বাসর করা চলবে···আবার যখন ইচ্ছে টপ্ করে গালে পোরাও চলবে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

নর্ত্তকীদের নৃত্য। সহসা নেপথ্যে চাহিয়া তাহারা ভীত ত্রস্ত হইয়া প্রস্থান করিল···বৃত্রের প্রবেশ; ঐন্দ্রিলা তাহার অনুসরণ করিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইল। যন্ত্রসঙ্গীত আর্ত্ত করিয়া উঠিল··· আলো নিভিয়া গেল।

বৃত্র। কি বলিস···কি বলিস কুহকিনি?

জিহ্বা খসে যাবে,
এখনও সংযত কর।

ঐন্দ্রিলা। বাসনা মিটাও স্বামী।
আর না চাহিব কিছু এ জীবনে আমি ঃ

বৃত্র। সর্ব্বনাশী! বাসনা বলে না একে,
মতিচ্ছন্ন ইহা!

ঐন্দ্রিলা। পণে বদ্ধ তুমি দৈত্যরাজ,
যতই দুঃসাধ্য হোক
যে বাসনা জাগিবে আমার
পূরণে প্রস্তুত তুমি।
প্রতিশ্রুতি পাল—
ঐন্দ্রিলার বাসনা মিটাও।

বৃত্র। (সক্রোধে) মিটাব বাসনা!
মরু মরীচিকা তুই—মায়াবিনী নারী!
রক্ত বীজ যথা রক্তবিন্দু পাতে
একক সহস্র হয়, সেইমত অনন্ত বাসনা তোর
নহে মিটিবার। এক পন্থা শুধু
অস্ত্র উপচার! অস্ত্র উপচারে
বাসনা কামনা পূর্ণ!
আঁধারের মূল উৎপাটন।
হত্যা আমি করিব তোমারে,
পুত্র তব রুদ্রপীড়···মাতৃপাপ ধমনীতে তার···
তাহারেও বধিব নিশ্চয়—নিশ্চিহ্ন করিব পাপ-

মাতা পুত্র তুজনার কারো নাহি
অব্যাহাত আজ।

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা। একি পুত্র, একি অঘটন ?

বৃত্র। (ঐন্দ্রিলাকে দেখাইয়া)
রাক্ষসী…রাক্ষসী পিতা!

ত্বষ্টা। কি হয়েছে, বধূমাতা ?

ঐন্দ্রিলা। হয়নি কিছুই, বাসনা করেছি শুধু—

ত্বষ্টা। বাসনা করেছ ?

ঐন্দ্রিলা। হঁ্যা—
শচীরে করিব দাসী এই শুধু বাসনা আমার!

বৃত্র। শোন পিতা, বাসনার পরিসর শোনো!
ভিখারিণী সামান্তা নারীরে…করিয়াছি
স্বর্গের ঈশ্বরী…তবুও এখনো—

ঐন্দ্রিলা। স্বর্গের ঈশ্বরী হয়ে কি গৌরব মম ?
নূতনত্ব কি দেখালে তাহে ?
সে ত হয়ে গেছে শচী বহু যুগ আগে,
সে আসন জীর্ণ তার চরণ ধূলায়।
ঐন্দ্রিলা ভুলে না তাহে…
সে যে চাহে আরও উচ্চে অধিকার।
থাক্ শচী স্বর্গের ঈশ্বরী,
কোন অভিমান নাই,
আমি হব—শচীর ঈশ্বরী।

বৃত্র। (অসিতে হাত দিয়া) বিষধরি!

ত্বষ্টা। (বৃত্রকে ধরিলেন)—
(ঐন্দ্রিলার প্রতি)
থাক্ থাক্ মাতা···আসিয়াছি বহু দূরে···
কাজ নাই আর।

ঐন্দ্রিলা। বাসনা আমার
লক্ষ মুখী অনন্ত প্রসার,
কোন সান্ত্বনায়···কারো অস্ত্র দেখে
হবে না সে একতিল নত সঙ্কুচিত।

ত্বষ্টা। পুত্র!

বৃত্র। (নৈরাশ্যভাবে) বুঝেছি, বুঝেছি পিতা!
সৃষ্টি তুমি করেছ আমারে,
সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃত্যু অস্ত্র মম—
বেঁধে দেছ জীবনের সাথে।

ত্বষ্টা। মাতা!

ঐন্দ্রিলা। প্রতিশ্রুতি তুমিও ভাঙ্গিবে?
হে ব্রাহ্মণ! এই কি ব্রাহ্মণ বৃত্তি?
এই গর্ব্ব—এই সত্যনিষ্ঠা লয়ে
ব্রাহ্মণ দেখাবে তুমি দেবেন্দ্র বাসবে?

ত্বষ্টা। সত্য! সত্য!
হেন কাতরতা আমারে সাজেনা কভু।
প্রলয়ে নির্ভীক আমি তেজস্বী ব্রাহ্মণ!
পুত্র, কর ত্বরা আদেশ পালন—

বৃত্র। ক্ষমা কর পিতা,—
পারিব না!

ত্বষ্টা। পারিবে না!
আরে মূঢ়,
এত মতিভ্রংশ তোর!
সৃষ্টিকারী ত্বষ্টা তোরে করিছে আদেশ···
তাঁর আজ্ঞা কর অবহেলা!
নাহি শোন—দিব অভিশাপ—

বৃত্র। যথা ইচ্ছা দেহ অভিশাপ!
অবাধ্য আত্মজে তব—
ব্রহ্মতেজে ভস্ম কর পিতা!
তবু আমি ভুলিব না মনে
ইন্দ্র শত্রু বৃত্রাসুর···শচী শত্রু নহে—

[প্রস্থান

ত্বষ্টা। বৃত্র—বৃত্র—চলে গেল!
মাতা, কেমনে পূরাবো বাঞ্ছা। কি হবে উপায়?

ঐন্দ্রিলা। উপায় কি নাই ঋষি!
স্বামী যদি পণ ভঙ্গ করে—
আছে মোর সিংহশিশু নবীন নন্দন!
মাতৃ আজ্ঞা পুত্র—মোর করিবে লঙ্ঘন?

(রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

রুদ্রপীড়। কভু নহে···কভু নহে মাতা,
আজ্ঞা দেহ সন্তানে তোমার—

ত্বষ্টা। কে?

রুদ্রপীড়। আমি।

ত্বষ্টা। রুদ্রপীড়!

রুদ্রপীড়। হ্যাঁ, ত্বষ্টা পুত্র পিতৃ আজ্ঞা করুন লঙ্ঘন—

কিন্তু মাতৃ বাঞ্ছা করিতে পূরণ—
ঐন্দ্রিলার পুত্র রুদ্র—
প্রতীক্ষিছে অধীর আগ্রহে।
জননী গো, দেহ অনুমতি—

ত্বষ্টা। রুদ্র—রুদ্র!
এনে দেবে তুমি ইন্দ্রাণীরে?

রুদ্রপীড়। ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী যিনি হোন্—স্বর্গে মর্ত্তে
ব্রহ্মলোকে যেথায় থাকুন
দেব অস্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র শিরে মোর
আসুক নামিয়া—শূল হস্তে মহারুদ্র,
বিঘূর্ণিত চক্র লয়ে নিজে নারায়ণ
বধিতে আমারে যদি আবির্ভূত হন
মাতৃভক্ত সত্যাশ্রয়ী সন্তান তোমার
পাদস্পর্শি হে জননী করি অঙ্গিকার নিশ্চিত করিব
ব্যর্থ চক্র সুদর্শন—
মাতার বাসনা মম
সুনিশ্চিত করিব পূরণ।

ঐন্দ্রিলা। পুত্র—পুত্র—

———

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম

(দূরে বনরাণী করুণ উচ্ছ্বাসে গাহিতেছিল)

বনরাণী। গীত

কেনরে শিহরে তনু, কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ।
হিয়া বিদরিয়া আজি, ছোটেরে একি তুফান॥

বর্জ্জনের প্রবেশ

বর্জ্জন। অকস্মাৎ কোথা হতে জাগে এই—
ক্রন্দনের স্বর!
একি ভাব বিপর্য্যয়!
আশ্রমে রোদনধ্বনি!
শান্তিময় দধীচির পবিত্র আশ্রমে!
শ্রুতি ভ্রম হয় নি ত মোর?

বনরাণী। গীত

নয়নে বুঝাতে নারি,
অঝরে বরষে বারি;
রসনায় সরেনা ভাষা, সব আশা ম্রিয়মান॥

বর্জ্জন। নহে শ্রুতি ভ্রম…ওই ওঠে করুণ বিলাপ!
ভাবী অমঙ্গল ভয়ে কে যেন বিমনা!
একি? প্রাণ মম শুষ্ক শূন্য কেন?
হৃদয়ের মাঝে
অকস্মাৎ একি আকুলতা!
ও ক্রন্দনের সনে কি সম্বন্ধ মোর?

(দধীচির প্রবেশ)

দধীচি। বৎস,
জিজ্ঞাস্য কাছে কি কিছু আর—
জগৎ সম্বন্ধে ? ব্রহ্ম বিষয়ক ?

বর্জ্জন। না প্রভু, কিছুই নাই।
জ্ঞানামৃত সহস্র ধারায়
প্রাবৃট্ জলদ প্রায়
যা করেছ বরিষণ দিবস শর্ব্বরী
নিমজ্জিত আমি তাহে।
সব প্রশ্ন স্তব্ধ হয়ে গেছে···সব ভ্রান্তি
অবগত দেব !

দধীচি। তবু—তবু পুত্র !
থাকে যদি কোন প্রশ্ন, কোন তর্ক,
একটু সন্দেহ কোন স্থানে—
খুব ভেবে দেখ,
লওরে মীমাংসা করে এই বেলা তার—
অতঃপর ঘটিবে না আর।

বর্জ্জন। (সবিস্ময়ে) অতঃপর ঘটিবে না আর !

দধীচি। অন্তরে আমার নারায়ণ করিলা ইঙ্গিত—
দেহত্যাগ করিব এবার।

বর্জ্জন। (বিস্মিত আতঙ্কে) দেহত্যাগ ?

দধীচি। দেহত্যাগ !

বর্জ্জন। (কাঁপিতে লাগিল)

দধীচি। একি বৎস ! কাঁপিতেছ কেন ?

বর্জ্জন। না! বুঝিলাম এতক্ষণে
চারিদিকে ওঠে কেন করুণ বিলাপ,
অরুন্তুদ আর্ত্তনাদে মুরছিয়া পড়িছেন
কি কারণ তপো বনরাণী—প্রভু, প্রভু!

দধীচি। রে অবোধ!
জন্মিলে মরণ কভু না হয় খণ্ডন।
ভেবে দেখ,
মরিবে কি গুরু তবে তোর···সামান্য মানবসম
জরা আক্রমণে, ব্যাধির পীড়নে···
দেহ ভারে নিরুপায় হয়ে?

বর্জ্জন। গুরু—গুরু!

দধীচি। অশ্রুভারে অবনত সকরুণ চোখে
চাহিও না···চাহিও না—
হে বৎস আমার—
মায়ার মাধুরী
ঋষিরেও করে দেয় অধীর চঞ্চল!
না—না—শৃঙ্খল দিও না পায়ে—
জীবনের এই অবেলায়!
ছাড় মোরে এইবার···কর বৎস
নারায়ণে একান্ত নির্ভর,
নারায়ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ।

বর্জ্জন। (ঊর্দ্ধনেত্রে) নারায়ণ! অনাথ শরণ!
(দধীচির প্রতি) ভগবন্! দেহত্যাগ করেছ মনন,
শুনিতে কি পাই,

কি উপায়ে দেহত্যাগ করিবেন
দধীচি মহর্ষি ?

দধীচি। এখনো তা হয়নি নির্ণয় বৎস !
হৃদিস্থিত নারায়ণ—
দেহ ত্যাগে করেছেন আদেশ কেবল !
কিন্তু কি উপায়ে—
এখনো তা গাঢ় অন্ধকারে।
দেখি, তাঁর শুভ ইচ্ছা
কোন দিকে লয়ে যায় মোরে।

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। ব্রাহ্মণ সত্তম পদে নমে দেবদূত।

দধীচি। কুমার জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। দেবতার দূত বর্ত্তমানে।

দধীচি। দেবতার জয় হোক্,
আগমন কি উদ্দেশ্যে, মতিমান্ ?

জয়ন্ত। অভয় প্রার্থনা করি।

দধীচি। প্রকাশ অকুতোভয়ে।

জয়ন্ত। ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ হেতু
তপস্যায় অগ্রসর দেবতা মণ্ডল।
বিধিলতে পাঠালেন মোরে,
বহুদিন ধরে ব্রহ্মর্ষি দধীচি—
বিশ্ব-বক্ষে করেছেন বহু যজ্ঞ হোম
বহুবিধ সাধনায় নিত্য সিদ্ধ তিনি,
দেবতার এ নব সাধন বিধি

হতে পারে একমাত্র
তাঁহারই গোচর।
কহ মুনি, কি বিধান এ নব ব্রতের ?
উপাস্য কে এই তপস্যার ?

দধীচি। বর্জ্জন ! উপায় অস্পষ্ট-ভাবে দেখা যায় যেন।
পাই বুঝি পুনরায় প্রভুর ইঙ্গিত !
শোন, দেবদূত !
উপাস্য এ তপস্যার—
একমাত্র দর্পহারী নারায়ণ ;
ব্রাহ্মণের দর্প দত্ত যাঁর
তিনি ভিন্ন সে দর্প চূর্ণিতে
কারো সাধ্য নাই।
চলো মোর আশ্রম মাঝারে,
নারায়ণ মন্ত্র আমি প্রদানিব তোমা।

জয়ন্ত।। চলুন। [সকলের প্রস্থান

(কন্দ ও রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

কন্দ। রুদ্রপীড়,
শচী আসে দধীচির আশ্রম দেখিতে,
উপযুক্ত এ সুযোগ…বিলম্ব কিহেতু।

রুদ্র। মনে সাধ ইন্দ্রানীর—দেখিবেন ঋষি তপোবন,
এসময়ে আশা ভঙ্গ করিব তাঁহার ?
না না…আজ থাক পিতামহ—
হৃষ্ট চিত্তে দেখুন আশ্রম—
তার পর—

কন্দ। রুদ্র···রুদ্র ! নাহি বুঝি—
বিপরীত আচরণ তব !
বারে বারে বাধা দাও—
ধরিতে শচীরে !
অনর্থক কেন তবে এসেছিলে পণ বদ্ধ হয়ে !
ধিক ভীরু···শতধিক তোমা।

রুদ্র। ভীরু ! হ্যাঁ, সত্যই এ ভীরুতা আমার !
এসেছি যখন জননীর বাসনা পূরণে, সত্য কথা,
কিসের বিচার এত ?
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী যিনি হোন,
অপরাধ থাক বা না থাক্,
মায়ের বাসনা মোর মিটাব নিশ্চয়।
কিন্তু বিবেক !
না। বিবেক-বিচার ধর্ম্ম সবার উপরে
সর্ব্বাধিক গরীয়সী—সে আমার মাতা।

কন্দ। বৎস ! আসিছে ইন্দ্রাণী—

রুদ্র। ইন্দ্রাণী ! ও—
অন্তরালে এস পিতামহ।

[প্রস্থান

(নারদ ও শচী আদি দেবীগণের প্রবেশ)

নারদ। সম্মুখেই দধীচি আশ্রম দেবী !

শচী। দেবর্ষি নারদ ! অসীম করুণা তব ;
ধর্ম্ম, পূণ্য প্রেমের আধার
কত তীর্থ স্থান,

কত স্বচ্ছতোয়া নদী,
কত সিদ্ধাশ্রম,
দেখিলাম তব কৃপা বলে।
স্বর্গবাস কালে এ তৃপ্তি ঘটেনি কভু।
অগ্রগামী হোন প্রভু!
না না পথে আসা গেছে…
ঋষির আশ্রমে যাব,
স্নান করে যাই।
ওই বুঝি আশ্রম বাহিনী?

নারদ। আশ্রম বাহিনী, মাতঃ!
নাম এর দাক্ষায়নী নদী,
সদ্যঃ মোক্ষ প্রদায়িনী;
প্রণিপাত করে নেমো জলে।

[প্রস্থান

শচী। আয় দেব সেনা!
দেবী জন্ম আমাদের
সফল সার্থক করি তীর্থ নদী স্নানে!
দাক্ষায়নি! মাতা দাক্ষায়নি—

(গমনোদ্যতা)

(রুদ্রের প্রবেশ)

রুদ্র। দাঁড়ান! বন্দিনী আপনি।

শচী। কে তুমি বালক!

রুদ্র। ঐন্দ্রিলা কুমার আমি, নাম রুদ্রপীড়।

শচী। ঐন্দ্রিলা কুমার তুমি? রুদ্র নাম তব?
বৎস! বন্দিনী কি হেতু আমি?

রুদ্র। জননীর বাসনা পূরণে।

শচী। সহস্র প্রশংসা করি এই তব জননী ভক্তির—
কিন্তু শুনিতে কি পাই বৎস,
জননীর বাসনা তোমার ?

রুদ্র। করিবারে আপনারে সেবিকা কিঙ্করী।

দেবীগণ। কী—কী—

(দেববালাগণ উত্তেজিত হইলেন—শচী তাহাদের বাধা দিলেন)

শচী। স্থির হও…স্থির হও দেবীগণ।

রুদ্র। এ কি !
কেন শুষ্ক তালু, কেন রুদ্ধ শ্বাস,
রুদ্রপীড়, জনম সার্থক কর—
জননীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে।
এসো দেবেন্দ্রাণী—

(সহসা জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। অপেক্ষা দানব—

রুদ্র। কে !

জয়ন্ত। ঐন্দ্রিলা জননী তোর,
আমিও রে শচীর সন্তান ;
মাতৃ অপমান সহিব না জীবন থাকিতে—

শচী। পুত্র—

জয়ন্ত। মা ! মা ! সরে যাও।

শচী। শান্ত হও শচীর কুমার।

জয়ন্ত। শান্ত হব ! কি বলিছ মাতা ?
বিষধর তুলিয়াছে ফণা—

ব্রহ্ম তালু পরে জাগন্তে, উন্মত্তবৎ···
শান্ত হব আমি ? না না···
একবার আজ্ঞায় তোমার···দৈত্য অধিকৃত স্বর্গে
একাকিনী রাখিয়া এসেছি।
পুনরায় বিধি তোমা মিলাল জননী,
এবার আদেশ তব পালিব না কভু !
অস্ত্র করে শাস্তি দিব দুরন্ত দানবে।

শচী। শান্ত হ রে প্রাণ পুত্র মোর !
অস্ত্র পাণি হবি পরে মাতার উদ্ধারে—
আগে দেখ···মাতা তোর—
রক্ষিতে আপন মান,
পারে কি না পারে !
(রুদ্র প্রতি) ঐন্দ্রিলা কুমার !
বন্দিনী তোমার আমি ;
কিন্তু যদি সঙ্গে নাহি যাই---
দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই এখানে,
কি প্রকারে লয়ে যাবে তুমি ?

রুদ্র। (চমকিয়া উঠিল)

শচী। বল ? কি প্রকারে লয়ে যাবে মোরে ?

রুদ্র। (নিরুপায় নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস)

শচী। কি কারণ কম্পিত অধর !
ধরা পৃষ্ঠে নত নেত্রে কেন চাহিতেছ ?
ভেবে কি এসনি বৎস, কি প্রকারে লয়ে যাবে মোরে ?

(কন্দের প্রবেশ)

কন্দ। কেশ মুষ্টি ধরে, যেরূপে নিষ্ঠুর ইন্দ্র
কেশে ধরি বিশ্বরূপে করেছে হনন—
সেই মত রে গর্ব্বিতা—
তোমারেও আকর্ষিব কেশে—

জয়ন্ত। মাতা!

শচী। দৃঢ় হও শচীর নন্দন!
মহাকার্য্য এসেছে আমার—
দেবতার সাধনায়—
উত্তর সাধিকা হব…অপমান করিয়া সঞ্চয়!
কেন বিচঞ্চল পুত্র…কর্হ উল্লাস—
কোটী জন্ম তপস্যায় চক্রধারী নারায়ণ
যদি বা ঘুমায়—
শুধু একমাত্র সতী অপমানে অনন্ত শয়ন ত্যজি
মুহূর্ত্তে জাগিয়া ওঠে সুদর্শন করে লয়ে
ক্ষিপ্ত দর্পহারী।

কন্দ। দর্পহারী! কোথা দর্পহারী তোর?
এই দেখ, কেশ আকর্ষণ করি—
ডাক্ ডাক্ তোর দর্পহারী কোথা!

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। দর্পহারী সম্মুখে তোমার;
আরে দৈত্য! সতী অপমান!
বক্ষ রক্তে কর্ তবে পাপের স্খালন!
সুদর্শন—সুদর্শন—

কন্যা। একি ! মহাশূন্য ভেদ করি—
ওঠে ওকি প্রলয় আবার !
মৃত্যুর বিষাণ বাজে··· মৃত্যুর বিষাণ !

রুদ্র। ওই···ওই ধেয়ে আসে সুদর্শন—
মাতা—মাতা—

শচী। নারায়ণ, রক্ষা কর···
ফিরাও ফিরাও ত্বরা চক্র সুদর্শন—

বিষ্ণু। ফিরাব চক্রেরে !

শচী। দেখিছ না !
রুদ্রপীড় ছল ছল আঁখি ! সন্তানের মাতা আমি···
আমি কি দেখিতে পারি—
ঐন্দ্রিলা পুত্রের ওই বিষণ্ণ মূরতি !

বিষ্ণু। দেবী—

শচী। ফিরে যাও নারায়ণ—
এস রুদ্রপীড়—পণবদ্ধ মাতার সন্তান···
প্রতিজ্ঞা পূরাতে তব নিজে আমি যাবো
তব মাতৃ সন্নিধানে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনভূমি

(নারায়ণ ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেখ দেব! ব্রাহ্মণের দর্প দেখ!
নীতি নাই—দণ্ডের বিচার নাই…
রমণী মানে না; শচীরে বন্দিনী করে
করিবে কিঙ্করী!
অপদস্থ বিতাড়িত সর্ব্বহারা মোরা;
টলি নাই তবু…
এখনও গর্ব্বভরে—
মাথা উঁচু করে আছি
শুধু দেব তব প্রত্যাশায়।
কই তব রক্ত আঁখি,
কই সে সংহারী মূর্ত্তি দেব দর্পহারী?

নারা। দানবারি! ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ
কিরূপে করিবে?

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণের বিষদন্ত
বৃত্র দৈত্যে সবংশে বধিয়া!
অস্ত্র দাও তার নারায়ণ!

নারা। সমস্যার কথা ইন্দ্র!

বৃত্রাসুরে করিবে সংহার !
যোগ্য অস্ত্র সৃজন তাহার আজও তো হয়নি।

ইন্দ্র। সৃষ্টি হয় নাই !

নারা। না ! ব্রাহ্মণের বক্ষ রক্তে সৃষ্ট সে দানব,
তার মুণ্ডপাতে—আমার এ সুদর্শন,
শিবের ত্রিশূল—শক্তির দুর্ব্বার খড়্গ
নহেক সক্ষম। পুরন্দর, সে অস্ত্রের হয়নি সৃজন।

ইন্দ্র। সৃষ্টি কর—তবে চক্রধারী।

নারা। অস্ত্র সৃষ্টি ! তা হলে তোমায়
আরো কিছুদূর হতে হবে অগ্রসর।
ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ
একমাত্র ব্রাহ্মণে করিতে পারে ;
এ সৃষ্টি আমার সাধ্যাতীত !

ইন্দ্র। নারায়ণ—

নারা। শোন পুরন্দর—
সংহারিতে ব্রাহ্মণের বক্ষ রক্ত সম্ভূত দানবে
ব্রাহ্মণের বক্ষঃ অস্থি হবে প্রয়োজন।
সেই অস্থি লয়ে
বিশ্বকর্ম্মা যদি পারে নব অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে
সেই অস্ত্রে বৃত্রের নিধন।
তা ব্যতীত নাই এর অন্য উপাদান।

ইন্দ্র। ভগবন্ !
তা হলে কি ব্রহ্মহত্যা বিধি দাও তুমি ?

নারা। হত্যালব্ধ অস্থিতে হবে না !

যেইরূপ প্রাণের উচ্ছ্বাসে ত্বষ্টা
বক্ষোরক্ত ঢেলেছিল যজ্ঞের অনলে—
ঠিক সেইরূপ প্রবল আগ্রহে
বক্ষ হতে অস্থিচয় তুলে দিতে হবে।

ইন্দ্র। কেবা দেবে তাহা ?

নারা। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যদি থাকে এ জগতে,
অবশ্যই দেবে—যাও খুঁজে দেখ।

ইন্দ্র। তাই হোক তবে, চল দেবগণ!
ব্রাহ্মণ দেখার সাধ চিরদিন অন্তরে আমার ;
অস্থি যদি পাই—
বৃত্রের সংহার করে
দর্পচূর্ণ করিব ত্বষ্টার—যদি নাহি পাই—
জগতে ব্রাহ্মণ নাই জানিব নিশ্চয়!

(অগ্রগামী হইলেন)

নারা। জগতে ব্রাহ্মণ নাই—সত্যই কি নাহিক ব্রাহ্মণ!
গ্রহ উপগ্রহচয় নিজ নিজ কক্ষে তবে কেমনে চলিছে ?
ব্রাহ্মণত্ব লুপ্ত হত যদি—
সে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাসরুদ্ধ হত।
কোথায় ব্রাহ্মণ—এসো···অস্থি দাও—
বাসবে দেখাও এসে ব্রাহ্মণ মহিমা!

(দধিচীর প্রবেশ)

দধিচী। (কৃত্রিম প্রত্যাখ্যানে)
না—না দিব না—দিব না আমি,

বক্ষ অস্থি কিছুতে দিব না···
যাই কর তুমি !
রেখে দাও সাধা হাসি,
দেখি এইবার—
আদরের দেবতার রক্ষা হয় কিসে !
অস্থি আমি দিব না কিছুতে।

নারা। দধীচি, আমি তো ডাকিনি তোমা ;
ব্রাহ্মণ ত কত আছে !
আমি কি বলেছি ইন্দ্রে
দধীচির অস্থি আহরিতে !

দধীচি। মুখে বল নাই ;
কিন্তু বাঁকা নয়নের ঠার—
সে যে করে মুহুর্মুহু সঙ্কেত বাসবে,
যাও—যাও দধীচির কাছে যাও···
বুঝিতে পারি না আমি !

নারা। তাই যদি করে থাকি—
কি অন্যায় করেছি দধীচি !
ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ—তপ বিধি নিতে
জয়ন্ত আসিয়াছিল তোমার সকাশে !
তুমি কিনা নারায়ণ মন্ত্র দিয়া পাঠাও তাহারে
বেছে বেছে আমারই নিকটে !
পারি আমি ? আমি যে ব্রহ্মণ্যদেব !
ব্রাহ্মণ আমার প্রাণ !

দধীচি। নারায়ণ—

নারা। কাজেই কি করি—নিরুপায় হয়ে—
আমারেও দিতে হল দ্বিতীয় বিধান !
ব্রাহ্মণের হতমানে ব্রাহ্মণই সক্ষম
আর ইঙ্গিতও করা এ কারণ,
সে ব্রাহ্মণ একমাত্র এই দধীচিই,
সাধে কি পাঠাই আমি তোমার নিকটে !

দধীচি। সত্য বটে—
কে বুঝিবে ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা—
ভৃগুপদ চিহ্নধারী হরি তোমা বিনা—!
ব্রাহ্মণও চিনেছে তোমা—
তুমিও ব্রাহ্মণগত চিত্ত !
অনুমতি দাও তবে অস্থিদান করি !

নারা। (হাসিয়া) আমি কি বলিব তার ?

দধীচি। আবার চাতুরী !
এসেছে শেষের দিন···
দীননাথ ! দিও নাক আর মোরে—
আমিত্বের মিথ্যা অভিমান।
ইচ্ছার সেবকে তব
হাত ধরে নিয়ে চল প্রভু !
বল—অস্থি দান করি।

নারা। কর দান বক্ষ অস্থি—
ব্রাহ্মণ প্রধান ;
ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ নামে—
উচ্চে তোল ব্রাহ্মণ সম্মান।

দধীচি। পারিব ত ভগবন্ ?

নারা। ব্রহ্ম জ্ঞানময় তুমি সর্ব্বমায়াতীত,
কিছু নাই অসাধ্য তোমার !

দধীচি। (মিনতি স্বরে)
একটী প্রার্থনা আর—
দেখো, যেন সে সময়ে থেকো !—

নারা। শুধু আমি নই ;
তোমার এ আত্মত্যাগ দেখিতে আসিবে
সর্ব্বত্যাগী শিব···স্বয়ম্ভু চতুরানন।
বিদায়—বিদায় দ্বিজ—
অশ্রুভারনত নেত্রে
নারায়ণ—মাগিতেছে বিদায় এখন।

[প্রস্থান

দধীচি। (আনন্দে উচ্চকণ্ঠে)
বর্জ্জন ! বর্জ্জন !
ছুটে আয়···উপায় পেয়েছি দেহত্যাগে ;

(বর্জ্জনের ছুটিয়া প্রবেশ)

বর্জ্জন। কি উপায় প্রভু !

দধীচি। বক্ষ অস্থি দিয়ে দেবতায়।

বর্জ্জন। বক্ষ অস্থি তুলে দেবে !

দধীচি। নারায়ণ দত্ত বিধি !
ব্রহ্ম বক্ষো রক্ত জাত অসুর সংহারে
ব্রাহ্মণের বক্ষ অস্থি হবে নাকি এবে প্রয়োজন।
কি আনন্দ ! কি আনন্দ !

দেহত্যাগ তরে মোর—
নারায়ণ দিলেন বিধান!
ছুটে যা···ছুটে যা বৎস,
দেবগণে দে রে সমাচার!—

বর্জ্জন। প্রভু, প্রভু,—

দধীচি। একি! চোখে জল!
না—না—কথা নয়—
শেষ অনুরোধ মোর
রক্ষা কর তুমি! শীঘ্র যাও—
শীঘ্র যাও দেবগণ পাশে!

[বর্জ্জনের প্রস্থান

বিদায় বসুধা মাতা!
বহু অনাচার—বহু অত্যাচার
করেছি মা, তব বক্ষ পরে!
অপরাধ ক্ষম গো জননী!
ভরে ওঠ শ্যাম সুষমায়,
বীণার ঝঙ্কারে গাও
দধীচির বিদায় কাহিনী!

(নেপথ্যে করুণ যন্ত্রসঙ্গীত উঠিল; শুনিতে শুনিতে দধীচির প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

(ব্রাহ্মণ বেশধারী কুন্তল ও আরো দুইজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

কুন্তল। দেবতা ব্যাটাদের কি আক্কেল বল দেখি! বামুনের সঙ্গে বাদ! বামুনের দর্প চূর্ণ করবে··· আবার তার জন্যে বামুনেরাই নাকি তাদেরই জামাই আদরে ডেকে বুক থেকে হাড় খুলে দেবে! এতটুকুন আক্কেল নাই ব্যাটাদের!

১ম ব্রা। (সক্রোধে) ভস্ম কৈরা দিমু···ভস্ম কৈরা দিমু! বক্ষ অস্থি চায়···এত বড় জিহ্বা; ভস্ম কৈরা দিমু!

কুন্তল। তাও দেখ দেখিনি···আসল বামুন হলে না হয় এক কথা! কিন্তু কদলীর খোঁজে যে বামুন সেজেছে তাকে পর্য্যন্ত তাড়া কর্চ্ছে!

২য় ব্রা। কদলীর খোঁজে বামুন হইছ! তয় তুমি আসল বামুন নও!

কুন্তল। আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ বামুন নেই।

১ম ব্রা। বটে! অখন অস্থি দেবার ভয়ে অদিমিশ্র সইরা লুকাইছেচ! আমন কুষ্মাণ্ডের মত উদর···উঁহু, তুমি বামুন না হইয়া যাওনা। আইস্ ভাই, দেবতাদের আমরা ব্রাহ্মণ্য তেজে ভস্ম কইর‍্যা দিই—

২য় ব্রা। (সভয়ে) মোর ত আতঙ্কে করটুচি। বক্ষ অস্থি মাগুচি—বাপ্‌লো! রসবতী ভার্য্যা মোর রাঁড়্‌ড যে অইব। হা প্রভু জগড়নাথ! মোতে রক্ষা কর—প্রভু, রক্ষা কর মোতে!

কুন্তল। দেখ, এক কাজ করা যাক! যে যার রসবতীর আঁচল মাথায় টেনে ঘোমটা দিয়ে বসি, তাহলে দেবতা ব্যাটারা আর আমাদের টিকিটী দেখতে পাবে না, কি বল?—

১ম ব্রা। তার চাইয়া ভস্ম কৈরা দাও, খাতির কেডার লাগি! বক্ষ অস্থি চায়! ব্রহ্মণ্য তেজে ভস্ম কৈরা দাও।

২য় ব্রা। (সকম্পনে) আরে ধর ধর ধর·· মোর ফের হৃৎকম্প লাগউচি! দন্তে দন্তে লাগি কিড়ি! মোরত বেচেতা যাবারে হউচি। বক্ষ অস্থি···আরে বাপ্! রসবতী ভার্য্যা মোর রাঁড্ড যে অইব! হা প্রভু জগড় নাথ!

কুন্তল। (নেপথ্যে দেখিয়া) ও আবার কারা আসে! ঐ যে কদলী প্রিয়ে আমার মদনিকার সঙ্গে! বিবাহ বাসর থেকে চম্পট দিয়ে এতক্ষণে আর দেখা দেয়নি!

১ম ব্রা। ও কারা! তুইডি কামিনী না!

২য় ব্রা। রসবতী ভার্য্যা মোর নাচি নাচি আউচি। হা প্রভু জগড় নাথ!

কুন্তল। রসবতী নয় দাদা! রস বড়া—

উভয়ে। রসবড়া—

কুন্তল। হুঁ, ঘোমটা টেনে মেয়ে ছেলে সেজে তোমাদের ধরতে আসছে দুটী দেবতার সেরা দেবতা—অপদেবতা!—

১ম ব্রা। তা ভস্ম কৈরা দিলেই অয়! ব্রাহ্মণ সন্তান···চক্ষে অগ্নি দীপ্যমান···ভস্ম কৈরা দিলেই অয়—

কুন্তল। ঐ এলো···পালাও না এই বেলা—

১ম ব্রা। হ ঠিক কইছ! শাস্ত্রবাক্য—য পলায়তি স জীবতি—

[প্রস্থান

২য় ব্রা। অহো, শরা ফের যে আউচি!—মুই যিবি কঁউটিকি! মোর পঙ্গু বানাউচি—ভাঙ্গি দিলা বক্ষ অস্থি মোর!

হা প্রভু জগড় নাথ! রসবতী ভার্য্যা মোর রাঁড়্ড যে অইব—

[প্রস্থান

কুন্তল। যাক! ব্যাটারা সরেছে। এইবার কদলীকে…ঐ যে, এসে পড়েছে! উহুঁ আমায় বড় নাকাল করেছে! একটু অভিমান করে থাকি!

(কদলীর প্রবেশ)

কদলী। প্রিয়তম, মুখ তুলে চাও…আমি এসেছি।

কুন্তল। যাও…আমি রাগ করেছি…

কদলী। কেন, আমার কি দোষ? তুমিই তো দেবতার ভয়ে বনে বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছ!

কুন্তল। না! পালিয়ে বেড়াবো না! ব্যাটারা গলায় যজ্ঞসূত্রো দেখে আমাশয় ব্যাধির মত পেছু লেগে রয়েছে. আমি ধরা দেই…আর অমনি আমার রসবতী ভার্য্যা রাঁড়্ড হয়ে যাক!

কদলী। ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই! তোমার মত গুণধর স্বামী যার…সেকি বিধবা হয়?

স্বামী করে নাও যদি তবে তো বিধবা হবে না। কিন্তু এই আঠার বছর ধরে তুমি না হচ্ছ সধবা, না হচ্ছ বিধবা… হয়ে রইলে শুধু আস্ত একটি ধোবা—

কদলী। ধোবা তার গাধার গলায় দড়ী পরাল—পালাও দেখিনি এবার (মাল্যদান)

কুন্তল। অ্যাঁ! আমি গাধা—

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ। না…গাধা নও…তুমি সোনার টিয়ে—

গীত

আয় রে ওরে সোনার টিয়ে।
ভিজে গেছে ছাতু ছোলা তোর
দেখ্ রে লালি ঠোঁটে দিয়ে॥
উড়ে আর যাবি কোথায়
আমি ফিরি পাতায় পাতায়;
ভাগ্ বয়ে যায় আয় আয়,
আমি মাখিয়ে দে যাই ময়দা ঘিয়ে॥

তৃতীয় দৃশ্য

বৃত্রের প্রাসাদ

(শচীকে নিয়া রুদ্রপীড়ের প্রবেশ, এবং থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় প্রাসাদ গবাক্ষ খুলিয়া বৃত্র শচীর রূপ দেখিতেছিলেন)

শচী। দাঁড়ালে যে বৎস? চল!
বড়ই উদ্বিগ্না আমি—
নিয়ে চল যেথা তব মাতা।
একি বৎস,—
উন্মুক্ত আকাশ হতে আনি বিহঙ্গিরে—
পিঞ্জরে তুলিতে আর কেন কর দ্বিধা?
নিয়ে চল মাতার সকাশে।

রুদ্র। (দৃঢ় হইয়া) চল দেবী!

জননী চরণে আমি করিব প্রণাম,
দিয়ে এই অদ্ভুত প্রণামী।
সঙ্কোচ করি না আর—
চলে এসো দেবী,— গমনোদ্যত

(শশব্যস্তে ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। কোথা যাবে? হবে না, দাঁড়াও।
রুদ্র। ইন্দু—
ইন্দু। এস মা আমার সঙ্গে। (শচীর হাত ধরিল)
শচী। কে তুমি বালিকা?
ইন্দু। আমি দাসী, মা, তোমার।
শচী। সুধার সহস্রধার ক্ষরিত রসনা,
অকলঙ্ক নীলাব্জ নয়না,
চিনেছি আকুলা তোরে,
বিধাতার তুই বুঝি রচনার ভুল।
এসেছি কিঙ্করী হতে,
আমার এ সমাদর কেন রে অবোধ?
ইন্দু। সমাদর কারে কয় বুঝি না মা, আমি;
আদর পাইনি কারো,
জানিনা সে কি বস্তু, কেমন?
দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তব মায়ের মাধুরী,
মাতৃ সত্ত্বে মাতৃহীনা আমি—
আসিনু ছুটিয়া দু দণ্ড জুড়াতে তাই—
আকুল অন্তর।

এস মা, কন্যার গৃহে,
পথ শ্রমে ক্লান্ত তুমি বড।

রুদ্র। ইন্দু,

ইন্দু। প্রভু, আমার মিনতি ধর—
ক্ষণকাল ছাড জননীরে।
বিশ্রাম লবেন মাতা আমার ভবনে—
তারপর যা আছে অদৃষ্টে মোর ঘটিবে তখন।

শচী। ক্ষণেক অপেক্ষ বৎস।
সূচীভেদ্য অন্ধকার মাঝে—
সহসা জ্বলিল যদি সুরভী প্রদীপ—
দাঁডাও বাছনি, বডই প্রলুব্ধা আমি,
একটু আলোক ভোগ করে আসি আগে,
চল বৎসে।

[ইন্দুসহ প্রস্থান

(রুদ্র উর্দ্ধপানে চাহিতেই বৃত্রকে দেখিতে পাইল)

রুদ্র। ওকে। উন্মুক্ত গবাক্ষ পার্শ্বে! পিতা! কি কারণ
এক দৃষ্টে চাহিছেন দেবেন্দ্রাণী পানে।

[রুদ্র প্রস্থানোদ্যত

(অসি হস্তে বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। রুদ্রপীড।

রুদ্র। পিতা, ডাকিলেন মোরে?

বৃত্র অবাধ্য সন্তান!
জননী সম্মান গর্ব্বে আত্ম হারা হয়ে
অগ্নিদান গৃহের চূডায়?

রুদ্র। কি আমার অপরাধ পিতা?

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!
না—না—কাজ নাই এই মহাযাগে
ব্রাহ্মণ দেখেছি আমি—নাহি চাই পুনঃ আর
বৃত্রের মরণ—স্বর্গলোক হারা হয়ে
যুগ যুগ অন্ধকারে ভ্রমিব একাকী—
তবু ওগো হে ব্রাহ্মণ,
নাহি চাই ভয়াবহ এই আত্মাহুতি।

দধীচি। সে আর হয় না ইন্দ্র,
নারায়ণ দিলেন নির্দেশ,
এই দেখ, পঞ্জরাস্থি মম,—ধর ধর ত্বরা—
দেহত্যাগ করি···নারায়ণ—নারায়ণ—

(ইন্দ্রকে অস্থিদান)

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!
কোথা যাও অস্থিদান করে!
একি ঘোর অন্ধকার! কোথায় দধীচি!
মহর্ষি দধীচি—মহর্ষি দধীচি!

(আলোক স্ফুরণ)

বিষ্ণু। দধীচি নাহিক মর্ত্যে!
মহাত্যাগী মৃত্যুহীন আদর্শ ব্রাহ্মণ—
ঐ দেখ, জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি লয়ে
দিব্য ধামে করিছে প্রয়াণ।

(আকাশপথে দধীচির দিব্যমূর্ত্তি)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বকর্ম্মার কুটীর

(অস্থি হস্তে উর্দ্ধশ্বাসে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। বিশ্বকর্ম্মা, দংসপাল, মানদণ্ডধ্বক,
আছ কি কুটীরে ?

বিশ্ব। (কুটীরাভ্যন্তর হইতে)
আঃ কে হে তুমি ?
একটু কি হাঁপ নিতে দেবে না আমায় ?

ইন্দ্র। দ্বার খোল, বিশ্ব বিপর্য্যস্ত—
তোমার শরণাগত !

বিশ্ব। যাও—যাও,
বিশ্ব বিপর্য্যস্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই,
আমারও শরীর ত বটে !
দণ্ড দুই পরে এসো।

ইন্দ্র। সহিবে না নিমেষ অপেক্ষা,
দরশন দাও, দেব। দ্বারস্থ বাসব !

(ত্রস্তে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

বিশ্ব। বাসব !
ওকি ! হাতে কি তোমার ?

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণের বক্ষ অস্থি !

বিশ্ব। (বিস্ময়ে, ব্রাহ্মণের বক্ষঃ অস্থি !
কোথা পেলে ?

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ সত্তম ঋষি দধীচির দান !

বিশ্ব। কি হবে উহাতে ?

ইন্দ্র। অস্ত্র সৃষ্টি করে দিতে হবে।
ব্রাহ্মণের বক্ষোরক্ত জাত
বৃত্রাসুর সেই অস্ত্রে নিহত হইবে।
ধর দেব! এমন অদ্ভুত সৃষ্টি
কর নাই অদ্যাপি কখনও!

বিশ্ব। (অস্থি লইয়া পরীক্ষা করিয়া ভ্রূকুঞ্চন করিলেন)

ইন্দ্র। কি দেব! চিন্তিত কেন?

বিশ্ব। থাম, দেখি আগে হবে কিনা?

ইন্দ্র। (সবিস্ময়ে) হবে কি না অস্ত্রের নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা মুখে এ আবার কি সমস্যা শুনি।

বিশ্ব। হবেনা·· হবেনা···নাঃ,
গলানই যাবে না এ হাড়;
অস্ত্র সৃষ্টি হবে কি প্রকারে?

ইন্দ্র। গলান যাবে না!
জীর্ণ অস্থি খণ্ড এক—
বিশ্বকর্ম্মা গলাতে নারিবে!

বিশ্ব। বিস্মিত হয়ো না ইন্দ্র!
পারিব না আমি!

ইন্দ্র। মিথ্যা কথা।

বিশ্ব। মিথ্যা বলে বিশ্বকর্ম্মা?

ইন্দ্র। ধারণা ছিল না
কিন্তু এবে দেখি তাই!
অস্থি গলিবে না!
ভগবান নারায়ণ দিয়াছেন বিধি!

বিশ্ব। নারায়ণ দত্ত বিধি?

ইন্দ্র। হ্যাঁ—প্রবঞ্চক বলিব কি তাঁরে ?
বলেছেন নিজ মুখে আপনি শ্রীহরি
ব্রাহ্মণের বক্ষ অস্থি লয়ে
বিশ্বকর্ম্মা দিয়ে কর অস্ত্রের নির্ম্মাণ।
বাক্য তাঁর হবে না নিষ্ফল।
হোক্ যত দৃঢ় ব্রাহ্মণের হাড়
গলাবার প্রক্রিয়া ইহার—
অবশ্যই আছে কিছু।

বিশ্ব। তা হ'লে বাসব,
ডাক সেই চতুর চক্রীরে।
চাতুরী করিনি আমি—
সত্যই ব্রাহ্মণ অস্থি অদাহ্য অক্ষয় !
বিশ্বশিল্পী আমি, অনেক কৌশল জানি ;
কিন্তু ব্রহ্ম-অস্থি রূপান্তর
করিনি কখনো...
নারিব ও শত চেষ্টাতেও।
ডাক সেই ভগবানে পুনর্ব্বার,
দিয়াছেন অস্ত্র সৃষ্টি বিধি,
দিয়ে যান পুনর্ব্বিধি—
ব্রাহ্মণের অস্থি গলাবার।
ডাক নারায়ণে ত্বরা !

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারায়ণ। কারেও ডাকিতে আর হবে না আমার !
এসেছি নিজেই আমি।

বিশ্ব। ভগবন্ ! ভগবন্ !

নারা। করে দাও বিশ্বকর্ম্মা অস্ত্রের নির্ম্মাণ।

বিশ্ব। এ অস্থি গলাব কিসে?

কি তার বিধান প্রভু?

নারা। সত্যই বাসব।

ব্রাহ্মণের অস্থি দৃঢ় এত

পরাভূত বিশ্বকর্ম্মা তার রূপান্তরে।

কত তাপ দিতে পারে ত্রস্তা যন্ত্র তার?

যত তাপ পাবে,

গলা ত দূরের কথা—

আরো দৃঢ়…আরও তাহা সুকঠিন হবে।

ইন্দ্র। তা হ'লে উপায় প্রভু।

কেন দিলে এমন বিধান।

নারা। আছে, উপায় প্রক্রিয়া এক রয়েছে ইহার,

ব্রাহ্মণের অস্থি গলিবে না অন্য কিছুতেই।

বিশ্বমাঝে নিপীড়িতা নির্য্যাতিতা নারী—

ফেলে যত তপ্ত অশ্রুধারা…

সতী সীমন্তিনী নারী কাঁদে যত হাহাকারে

পশু অত্যাচারে—

সেই তপ্ত আঁখি জল সংগ্রহ করিয়া

অস্থি মাঝে করহ নিষেক;

তাপ দাও তব কর্ম্মশালে—

গলে যাবে ব্রহ্ম অস্থি—

সতী আঁখি জলে,

দিব্য অস্ত্র হইবে নির্ম্মাণ।

ইন্দ্র। সতীর নয়ন ধারা

এইদণ্ডে পাইব কোথায়!

(স্বর্ণভৃঙ্গার সহ রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

রুদ্র। দেবরাজ। কোথা দেবরাজ।

ইন্দ্র। কে তুমি বালক।

রুদ্র। পরিচয় দিব পরে ;
আগে কহ কোথা দেবরাজ ?

নারা। দেবরাজ সম্মুখে তোমার।

রুদ্র। তুমি দেবরাজ !

ইন্দ্র। কে তুমি তরুণ ? ভৃঙ্গারে কি এনেছ বহিয়া !

রুদ্র। বৃত্রের নন্দন আমি নাম রুদ্রপীড়,
হস্তে মোর ভৃঙ্গার পূরিত এক—
সতী আঁখি ধারা।

ইন্দ্র। সতী আঁখি ধারা !

রুদ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাতৃ বাঞ্ছা করিতে পূরণ
আমিই করেছি বন্দী শচীরে তোমার ;
স্বর্গাদপী গরিয়সী মাতার আজ্ঞায়
হিতাহিত ভাবিনি অন্তরে ;
দেবেন্দ্রাণী বন্দী তাই দৈত্য অন্তঃপুরে।
কিন্তু হায়, ওষ্ঠে মোর ভাষা না জুয়ায়...
ঘৃণায়, ধিক্কারে এবে সাধ যায় আত্মঘাতী হতে !
কি কহিব হে দেবেন্দ্র,—
পিতা মোর রূপ মুগ্ধ শচীরে নেহারি।

ইন্দ্র। কি.. কি কহিছ দানব কুমার !
স্বর্গেশ্বরী শচী আজ দৈত্য নির্য্যাতিতা !

রুদ্র। নির্য্যাতিতা ! দেহে প্রাণ থাকিতে আমার—
দেবেন্দ্রাণী নির্য্যাতন হবে না সম্ভব।

জাগ্রত প্রহরীরূপে অস্ত্র করে রহি দ্বারদেশে,
রুদ্ধ সেথা মহাভয়ে বায়ুর গমন।
কিন্তু তবু অন্তরে সংশয়
পিতা যদি সেই স্থানে নিজে আসি উপস্থিত হয়
হয়তো বা ছেড়ে দেবো দ্বার!
বিলম্ব কোরো না আর দেবেন্দ্র বাসব!
শীঘ্র যাও…মুক্ত করি লয়ে এসো শচীরে তোমার।

ইন্দ্র। যাবো…যাবো আমি শচী উদ্ধারিতে।

রুদ্র। যাও…যাও… কাঁদে শচী নিশিদিন
তোমারে স্মরিয়া!
সতীর নয়ন জল গলিত অনল
ভূমিতলে পড়ে যদি
দৈত্যকুল সবংশে মজিবে;
সেই ভয়ে পত্নী মোর মাতৃ অশ্রুধারা
মৃত্তিকায় দেয়নি পড়িতে!
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে এই নয়নের ধারা—
হে দেবেন্দ্র, ভৃঙ্গার গ্রহণ কর,
চেয়ে দেখ…পারিবে চিনিতে।

[ভৃঙ্গার দান করিয়া গমনোদ্যত

ইন্দ্র। কোথা যাও রুদ্রপীড়!
সঙ্গে রহ…সঙ্গে রহ মোর—

রুদ্র। না—না—
মহাযুদ্ধ আয়োজনে
উত্তেজিত করিব পিতারে!
হে বাসব! যাই এবে—
রণস্থলে পুনর্ব্বার হইবে সাক্ষাৎ!

ইন্দ্র। রুদ্রপীড়, কি কারণ যুদ্ধে দিবে প্রাণ!
থাক হেথা...রক্ষিব তোমারে!

রুদ্র। রক্ষা! হাঃ হাঃ হাঃ—
সতী নির্য্যাতন ভয়ে আসিয়াছি তোমার সকাশে,
তাই কি ভেবেছ ইন্দ্র,
প্রাণভয়ে ত্যজিব বৃত্রেরে!
সহস্র পাতকে পাপী হোক বৃত্রাসুর—
তবু ইন্দ্র ভুলিও না—
তিনি যে গো জনক আমার! [প্রস্থান

ইন্দ্র। রুদ্রপীড়—রুদ্রপীড়—

নারা। যেতে দাও···ডেকোনা রুদ্রেরে।
অই আঁখি জল এবে অস্থি মাঝে করহ নিষেক ··
ডুবে যাবে ব্রহ্ম অস্থি—
টুটে যাবে অস্থির দৃঢ়তা!
জল দাও বিশ্বকর্ম্মা,
দেখ তার ফল; (অস্থি জল নিষেক)

বিশ্ব। কেঁপে গেছে...কেঁপে গেছে অস্থি প্রভু!
ভেসে গেছে অক্ষয়তা অশ্রুধারা পাতে!
ঝরে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু অস্থি গাত্র হ'তে।
সজাগ জীবন্ত হ'য়ে,
কাঁদে যেন অবিরল ধারে
আর্ত্ত উৎপীড়িত এই বিশ্বের ব্যথায়।

ইন্দ্র। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

বিশ্ব। এস ইন্দ্র, আর চিন্তা নাই...
চড় ব কটাহে অস্থি...

করিব নূতন পাক অষ্ট ধাতু দিয়ে।
এস…এ ভীষণ সৃষ্টি দেখিবে যদ্যপি!

নারা! যাও ইন্দ্র!
দিকপালগণে পরিবৃত হয়ে
অস্ত্র সৃষ্টি দেখ গিয়া ভার্গবের কর্ম্মশালা মাঝে!
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজন মোরা
অস্ত্র মাঝে রব অধিষ্ঠান!
জগতে অজেয় অস্ত্র
বজ্র নাম হইবে তাহার! [প্রস্থান

ইন্দ্র। যথা আজ্ঞা ভগবন্‌!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্য প্রাসাদ

(আলুলায়িত কুন্তলা শচী…পশ্চাতে বৃত্র উপস্থিত হইলেন)

শচী। দৈত্যরাজ…দূরে সরে যাও…
ছায়া স্পর্শ কোরোনা আমার।
নিশ্চিত জানিও মনে—
মম নির্য্যাতনে—
মস্তকে নামিবে তব
বিধাতার মৃত্যু অভিশাপ!

বৃত্র। বহু পূর্ব্বে মৃত আমি…
কি দেখাও মরণের ভয়?
বৃত্রাসুর মরেছে সেদিন—
দৈত্যপুরে যেই দিন তব আগমন।

ওই তব রূপ বহ্নি শিখা
পতঙ্গের প্রায় মোরে করে আকর্ষণ !
ফিরিবার পথ নাহি আর…
দাও…দাও মোর বাহু বন্ধে ধরা…
নিঙারি রক্তিম ওষ্ঠ—
পান করি মৃত্যু হলাহল।

শচী। দানব—দানব—
হে মুরারী। শ্রীমধুসূদন !
সুদর্শন চক্র তব—
এখনও কি নিদ্রিত রহিবে।
আর কি শুনিতে চাও ?
এ হ'তে জঘন্য ভাষা
আছে কি সৃষ্টিতে আর লজ্জা নিবারণ ?
সতী অপমান হয়নি কি
এখনও পূর্ণ নারায়ণ ?

বৃত্র। হা—হা—হা—হা—নারায়ণ। নারায়ণ !
কোন বাধা মানিব না আর।
ছুটেছে নির্ঝর ধারা তটিনী উদ্দেশে,
শুষ্ক হ'তে পারে খরতাপে
কিন্তু দেবী,
পশ্চাতে ফিরাতে তারে নারিবে কিছুতে !
নারায়ণে বৃথায় স্মরণ !
বক্ষে এসো—বৃত্রাসুরে বল প্রিয়তম।

শচী। ওঃ মুরারি—মুরারি—
এসো ত্বরা দর্পহারী পাষণ্ড দলন !

নহে ধর্ম্ম মিথ্যা হ'ল
মিথ্যা হ'লে তুমি ভগবান!

বৃত্র। মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা···
সত্য প্রেম, সত্য শুধু অনন্ত সম্ভোগ!
বক্ষে এস—বক্ষে এস প্রিয়া।

শচী। নারায়ণ!
আর যে সহিতে নারি···
রক্ষা কর বিভু নারায়ণ! [প্রস্থান

বৃত্র। কোথা যাবে? তোমারে রক্ষিবে আজ কোন নারায়ণ!

(বৃত্র শচীর পশ্চাদ্ধাবনোদ্যত ; শূন্যে ভীষণ শব্দ)

বৃত্র। এ কি!
কিসের গর্জ্জন।
পদতলে বিশ্বলোকে—
কি হেতু এ অকাল কম্পন!
এ কি অলক্ষণ!
প্রসাদ প্রাচীর পরে দেহ ছায়া কাঁপে কার
মস্তক বিহীন!
কি আশ্চর্য্য! এযে আমারই দেহের ছায়া!
বৃত্রাসুর কবন্ধ মুরতি!
একি অলক্ষণ! একি অলক্ষণ!
কোথা যাই—কোথা যাই আমি!

(বিভীষিকা ত্রস্তা ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রি। রক্ষা কর...রক্ষা কর মোরে!

বৃত্র। (সভয়ে) কে! নিয়তি।

ঐন্দ্রি। উদ্যত ত্রিশূল ধায় পশ্চাতে আমার

রক্ষা কর প্রিয়তম—
ঐন্দ্রিলারে তব !

বৃত্র। ঐন্দ্রিলা !
না—না—নিয়তি তুমি !
ঐন্দ্রিলার মূর্ত্তি ধরে
আসিয়াছ গ্রাসিতে আমায় ! নিয়তি...নিয়তি !

ঐন্দ্রি। প্রভু—প্রভু !

(ব্যস্তভাবে রুদ্রপীড়ের প্রবেশ)

রুদ্র। পিতা ! পিতা !

বৃত্র। কে ! মৃত্যু ?

রুদ্র। রুদ্রপীড় আমি—পুত্র তব !

বৃত্র। রুদ্রপীড় !

রুদ্র। স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছে দেবতা মণ্ডল...
দৈত্যসেনা ছিন্ন ভিন্ন অমর বিক্রমে !
ঐ শোনো ওঠে হাহাকার !
শীঘ্র এসো পিতা—
দেবগণে করহ দমন !—

বৃত্র। দেবতা দমন !
শচীর নয়ন-বহ্নি দগ্ধ করি গিয়াছে আমারে...
বৃত্র নই—আমি তার ছায়ামূর্ত্তি কবন্ধ কেবল।
দেবতা দমন আমি কেমনে করিব !

রুদ্র। পিতা—পিতা ! একি কথা তব মুখে !
তুমি বীর, সুর নর যক্ষ রক্ষ ত্রাস !
দুর্ব্বলতা তোমারে না সাজে !
জেগে ওঠো, জ্বলে ওঠো অরিন্দম—
শত সূর্য্য তেজে !

বৃত্র। সত্য ! সত্য ।
ব্রহ্মরক্ত সম্ভূত দানব—
ভীত আমি ভিখারী সে দেবতার হীন আস্ফালনে !
চলে এসো হে ঐন্দ্রিলা।
রণ সাজে সাজাইবে বীর বৃত্রাসুরে ! [উভয়ের প্রস্থান
রুদ্র। যাও পিতা, আসিতেছি পশ্চাতে তোমার।
দেবগণ। কি পতন দেখেছ দৈত্যের ?
এক বৃত্র, এক রুদ্র পড়ে যদি রণে—
জগতে কবিয়া যাবে—
এক সাথে শত ইন্দ্রপাত। [প্রস্থানোদ্যত

(ইন্দুমতির প্রবেশ)

ইন্দু। কোথা যাও—নাথ ? কোথা যাও ?
রুদ্র। ইন্দু! রণস্থলে দেবতা ভেটিতে।
ইন্দু। দেবতা সংগ্রামে যাবে !
না—না যেয়োনা তুমি !
রুদ্র। কেন ইন্দুমতী—
কেন হেন ব্যাকুলতা প্রিয়া ?
ইন্দু। দুঃস্বপ্ন দেখেছি এক—
বর্ণিতে পারি না ! স্বপ্ন সে যে বড় ভয়ানক !
রুদ্র। স্বপ্ন !
মিথ্যা স্বপ্নে এত আকুলতা !
ইন্দু। মিথ্যা স্বপ্ন। তাই হোক…
তাই কর দেব দয়াময় !
রুদ্র। ইন্দু ! যাই আমি—

ইন্দু। যাবে! কেন পুনঃ বুক কেঁপে ওঠে!
ভয় হয়, পাছে স্বপ্ন সত্য হয় যদি!
প্রভু, স্বামী!

রুদ্র। ইন্দুমতি। স্বপ্ন যদি সত্য হয়—
তাহে বা কি হেতু এত ভয়?
দানবের কুল বধূ তুমি,
ছি—ছি ইন্দু।
হেন শঙ্কা তব যোগ্য নয়।
অমর-সমরে স্বামী করিছে প্রয়াণ,
এ তোমার শ্লাঘার বিষয়!
জয় আর মৃত্যু—
দু'দিকেই সমান গৌরব,
বুক বাঁধ প্রিয়তমা, ফিরি যদি—
পুনঃ হবে দেখা; নহে এই শেষ সম্ভাষণ— [প্রস্থান

ইন্দু। চলে গেল। অন্ধকার! অন্ধকার।
এত অন্ধকার ছিল গো কোথায়?
কই? আমার কঙ্কণ কই?
আঁধারে নিমগ্নাধরা—
ইন্দুর সিন্দুর রেখা—সীমন্ত প্রদেশে
খুঁজে যে পাইনা কিছু!
স্বামী! স্বামী! [পশ্চাতে ছুটিল

(বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

বৃত্র। রণে যাওয়ার অবসর হ'ল না আমার।
দেবগণ করিয়াছে পুরী আক্রমণ—
পুরী মাঝে করেছে প্রবেশ।

ঐন্দ্রিলা। বাসবের হস্তে দেখি দিব্য অস্ত্র এক—
ইন্দ্র-শত্রু কোথা বলি করিছে হুঙ্কার।

বৃত্র। দিব্য অস্ত্র আমিও দেখেছি!
সাক্ষাৎ মরণ অস্ত্র—
শত ধারে বহ্নি বিচ্ছুরিত—
নাহি জানি কি নাম তাহার!

(ত্বষ্টার প্রবেশ)

ত্বষ্টা। বজ্র অস্ত্র—বজ্র অস্ত্র ধরেছে বাসব।

বৃত্র। পিতা!

ত্বষ্টা। দধীচি ব্রাহ্মণ হাড়ে বজ্রের নির্ম্মাণ।
বৃত্রাসুর বধের কারণ!

বৃত্র। বৃত্রাসুর বধের কারণ!

ত্বষ্টা। কেমনে বাঁচাবো তোরে,
ভাবিয়া না পাই—
পুত্র…পুত্র…কি হবে উপায়?

(নেপথ্যে ইন্দ্র) ইন্দ্র-শত্রু কই—কোথা ইন্দ্র-শত্রু?

বৃত্র। ইন্দ্র!

ত্বষ্টা। ঐ হস্তে বজ্র অস্ত্র—
বহ্নিময় অস্থি ব্রাহ্মণের।

বৃত্র। ব্রাহ্মণের বক্ষ অস্থি!
ব্রহ্মরক্তে জনম আমার…
ব্রাহ্মণই যত্তপি হয় বৃত্রাসুর মরণ কারণ,
মৃত্যু পূর্ব্বে নিশ্চিহ্ন করিব তবে—
ধরা হ'তে ব্রাহ্মণ বিলোপ।

ত্বষ্টা। পুত্র!

বৃত্র। তুমি—তুমি পিতা আপনি ব্রাহ্মণ,
সর্ব্ব অগ্রে তোমারে বধিব!
ব্রাহ্মণের অস্থি দিয়ে ইন্দ্র-বজ্র সৃষ্টি হ'ল যদি...
ত্বষ্টা দেহ অস্থি লয়ে—
বৃত্রাসুরও নববজ্র করিবে নির্ম্মাণ।
দেখি... আজ বৃত্রের সংহার,
কিম্বা ইন্দ্রের সংহার।

ত্বষ্টা। পুত্র—পুত্র—

বৃত্র। কোথা যাবে? বৃত্রাসুর নব বজ্র করিবে সৃজন!
অস্থি দাও—অস্থি দাও আমারে ব্রাহ্মণ।

(অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত)

ত্বষ্টা। নারায়ণ—নারায়ণ—

(ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। ব্রহ্ম হত্যা হ'ল ইন্দ্র!
শীঘ্র কর বজ্রের সন্ধান।

(বজ্রাঘাত ও বৃত্রের পতন)

বৃত্র। ওঃ।—

ত্বষ্টা। পুত্র—পুত্র—

ঐন্দ্রিলা। স্বামী—স্বামী—

বিষ্ণু। হল শেষ বৃত্রের পতন! হে বাসব,
বজ্র অস্ত্র তুলে ধরো করে,
যুগে যুগে উদ্যত এ কাল বজ্র করিও সন্ধান—
এই মত নারী নির্য্যাতনকারী—
স্বেচ্ছাচারী দানবের শিরে।

যবনিকা